মাসিক পত্র।
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ,

[বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

অলৌকিক রহস্য।

সম্পাদক—শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ,

সূচী।

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। প্রেত-তত্ত্ব	শ্রীসুরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী	১৯৪
২। ভূতের মনুষ্যোচিত আহার	শ্রীগণপতি রায়	১৯৭
৩। দিব্যদৃষ্টি	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৩
৪। একটি মাদুলী রহস্য	শ্রীপ্রাণবানন্দ শর্ম্মা	২০৯
৫। অদ্ভুত পরিণয়	শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	২১২
৬। অপূর্ণ বাসনা		২১৬
৭। প্রেতাত্মার পরিচয়	শ্রীরাখাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২২০
৮। "পুনরাগমন"	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম, এ,	২২৭
৯। স্বপ্নতত্ত্ব	শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৩২
১০। "হিতবাদী" হইতে সঙ্কলিত	ঐ ঐ	২৪০

"অলৌকিক রহস্যের" নিয়মাবলী।

১। "অলৌকিক রহস্য" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ই এর মধ্যে প্রকাশিত হইবে। বৈশাখ মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ হইবে।

২। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলাদি সমেত সহর, মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র; ভিঃ পিঃ তে পাঠাইতে ৵০ এক আনা অধিক লাগিবে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ তিন আনা।

৩। কেবল ৶১০ সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা একখণ্ড প্রেরিত হইবে। কিম্বা ভিপিতেও পাঠান যাইতে পারে।

৪। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর-সংখ্যা-প্রকাশের পূর্ব্বে না জানাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনরায় পাঠাইতে বাধ্য থাকিব না।

৫। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় চিঠিতে, ও টাকা পাঠাইবার সময় কুপনে, নিজ নিজ নাম ধাম ইত্যাদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। গ্রামের নাম, পোষ্টাফিসের নাম ও জেলার নাম যেন পর পর লেখা থাকে।

৬। কেহ যদ্যপি পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে, অনুগ্রহ করিয়া রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড লিখিবেন।

৭। "অলৌকিক রহস্য" সম্বন্ধীয় টাকা পয়সা আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পত্রাদি সমস্ত ও বিনিময়ার্থ পত্রিকাদি আমার নামে অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাণীনাথ নন্দীর নামে নিম্ন ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
ষ্টেডস্ এণ্ড কোং "লোটাস্ লাইব্রেরী"
পুস্তকালয়, কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত

প্রকাশক—শ্রীসতীন্দ্র সেবক নন্দী। ৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রিণ্টার:—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেট্‌কাফ্ প্রেস্, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫ম সংখ্যা। দ্বিতীয় ভাগ। [ভাদ্র—১৩১৭।

চাঁদপুর
১০।৭।১০

মান্যবর সম্পাদক মহাশয়!

আপনার "অলৌকিক রহস্য" মাসিক পত্রে প্রেতাত্মা সম্বন্ধীয় অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখিয়া আমার নিজ জীবনের কয়েকটি প্রত্যক্ষ ঘটনাও উহাতে প্রকাশিত হইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিয়া এই পত্র দিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি প্রেততত্ত্ব নামে এক খানা পুস্তক প্রণয়ন করি; উহার পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ মহাশয় নিজে দেখিয়া, উহার সম্বন্ধে যে পত্র দেন, তাহাও নিম্নে লিখিত হইল। আমার ইচ্ছা যে আমার ঐ পুস্তক খানা আপনার পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে মুদ্রিত হউক। পত্রিকায় লিখিতে হইলে যাহা অনাবশ্যক বলিয়া অনুমান করেন, তাহা বাদ দিয়া ছাপিতে আমার কোনই আপত্তি নাই এবং কতক কতক আমিও বাদ দিয়াই লিখিয়া পাঠাইতেছি। আপনার পত্রিকায় এই সমুদায় ঘটনা লিখিবার জন্য শ্রীযুক্ত হীরেন বাবুও আমাকে বলিয়াছিলেন। ইতি

নিবেদক
শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পত্র।

শ্রীহরি।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়েষু।

সবিনয় নিবেদন—

আপনার প্রেততত্ত্ব গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অনেকাংশ আমি পাঠ করিয়াছি। আপনার গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং যে ভাবে রচনা করিয়াছেন, তাহা বেশ

চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, আপনার গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সাধারণে আগ্রহ সহকারে পাঠ করিবে। আপনার গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ করেন, ইহা আমার ইচ্ছা। ইতি

ভবদীয়
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রেত-তত্ত্ব।

১ম ভাগ।

ভূমিকা।

বাল্যকাল হইতেই সাধ ছিল যে, যে কোন উপায়েই হউক, প্রেততত্ত্ব এবং পরকাল অথবা পরলোক সম্বন্ধে কিছু তত্ত্ব সংগ্রহ করিব। কিন্তু এই বিষয়টি এত সহজ নহে যে, ইচ্ছা করিলেই ইহার একটা কূলকিনারা নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দৃশ্য জগতের সহিত উহার সম্বন্ধ এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর যে টুকু সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাও এতই জটিল সমস্যায় পরিপূর্ণ যে, এই সম্বন্ধে সামান্য তর্ক বিতর্ক দ্বারা উহার মীমাংসা করিয়া উঠা দুষ্কর। এইরূপ অবস্থায় এমন একটা দুরূহ বিষয়ে যে কতটা কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহা ভগবানই জানেন

সংসারে যত লোকই কাজ করে, সকলেই কোন না কোন বিষয়ে সামান্য দু-একটুকু সাফল্যের চিহ্ন না পাইয়া থাকে, এমন নহে। আমার আশা ও উচ্ছ্বাসের ভিতরেও সেইরূপই একটুকু সফলতার ক্ষুদ্র সম্ভাবনা দেখিয়াই এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। তবে সাংসারিক কর্ম্মের সফলতার সম্ভাবনা যেমন অপরের আয়ত্ত বিষয়কে অবলম্বন

করিয়াই প্রলুব্ধ করে, আমার এই বিষয়টি তেমন নহে। আমার সেই কাণ অবলম্বন শুধুই "হিষ্টিরিক ফিট"। এই বিষয় অথবা ব্যাধিটি ধরিয়া প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া সর্ব্বদাই আমাকে একটুকু অত্যধিক সতর্কতার সহিত চলিতে হইতেছে। কারণ, যাহাকে এতকাল মানব-সমাজ ব্যাধি বলিয়াই ধারণাকে বদ্ধমূল করিয়াছে, আমি তাহাকেই, শুধু আমার সংস্কার ধরিয়াই, বলিতে প্রয়াসী হইয়াছি যে, উহা ব্যাধি নহে, "ভূতাবেশ"।

যে অবস্থা এবং লক্ষণাদি অবলম্বন করিয়া এই ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ লক্ষণাক্রান্ত অবস্থা যে ব্যাধি হইতে পারে না, তাহা নহে। তবে আজ পর্য্যন্ত যে কয়টী লোক আমার অধীনে থাকিয়া স্বাস্থ্য অথবা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাদের প্রায় সকলেরই একই অবস্থা দর্শনে আমার এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে, এইরূপ অবস্থাক্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই যে ভূতাবিষ্ট, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে যদি কেহও কোন প্রত্যক্ষ কিম্বা প্রতিকার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি অম্লান বদনে ঐ ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছি।

ভূতাবেশ অথবা হিষ্টিরিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিয়াছি যে, ভূতাবেশ হেতু মানব-দেহে অনেক প্রকার ব্যাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাহা আবেশ-মুক্ত হইলেই স্বাভাবিক ভাবেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, অনেক সময় আবার আবেশ ভিন্নও কেবল প্রেতাত্মার দৃষ্টিতে পড়িয়াও অনেক ব্যাধি হইয়া থাকে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানবাত্মা প্রেতাত্মাকে গ্রাহ্য না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেতাত্মার মানব আত্মার উপরে কোনই আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা থাকে না। Hypnotism দ্বারা যেমন, যখন তখনই মানব-শরীরে

নানা প্রকার গ্লানি উপস্থিত করা যায় এবং ঐ সময়ে যেমন তাহার কোনই আত্মস্বাধীনতা থাকে না, প্রেতাত্মাগণও তেমনই দূর হইতে মানব আত্মাকে আত্ম-অধীনতাবদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার দ্বারা মানব-শরীরে ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া দিয়া আত্মাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এবং পরিশেষে সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে দেহ-প্রবিষ্ট হয়। এই ইচ্ছাশক্তির পরিচালনাকেই সাধারণতঃ লোকে দৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। আমার নিজের কর্ম্ম-প্রত্যক্ষ অনেক ঘটনা দ্বারাই আমি এই-রূপ সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছি এবং আমার দৃঢ় সূত্রে বিশ্বাস যে, আমার এই ধারণা মোটেই অমূলক নহে।

আর একটি বিষয় দেখিয়াছি যে, অনেকে মৃত্যুশয্যায় কিম্বা বিকার অবস্থায় এমনভাবে আলাপ করিতেছে, যেন নিশ্চয়ই সে কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে এবং নানা বিষয়ের আলাপ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। এইরূপ ঘটনা যদিও ২।৪ টির অধিক দেখি নাই; কিন্তু একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ঘটনাই দেখিয়াছি যাহার সকল কথাই শেষে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এই ঘটনাটি আমার প্রেততত্ত্বের শেষাংশে লিখিত আছে।

হিষ্টিরিক্ কিট প্রকৃতই ভূতাবেশ কি না, যদিও ইহার প্রমাণ তত দুরূহ বলিয়া বিবেচনা করি না ও এই ৩।৪ বৎসরের আলোচনায় এবং অনেক আবিষ্টের আবেশ-মুক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে ভূতাবেশ বলি-তেই সাহস করি, কিন্তু তবুও এখন ঐ সমুদায় বিষয়ের কোনও বিশেষ সমালোচনা কিম্বা যুক্তিতর্ক দ্বারা বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ ভূতাবেশ এবং রোগশক্তির মধ্যে যে কি কি পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা বহুসংখ্যক রোগীর এবং আবিষ্টের লক্ষণাদি বিশেষভাবে বিচার না করিলে এই দুই অবস্থাতেই কোন্ কোন্ অবস্থা

অথবা লক্ষণ স্বাভাবিক, তাহা ৩০। ৩৫টি মাত্র লোকের অবস্থা দেখিয়াই চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে যাওয়া উচিত নহে। তবে আমি বিশ্বাস এবং আশা করি যে, এই হিষ্টিরিক ফিট্‌কে এখন যাঁহারা ভূতাবেশ বলিলেই ভ্রূকুঞ্চন করিয়া চলিয়া যান, হয় ত একদিন তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, ব্যাধি নহে, নিশ্চয়ই "ভূতাবেশ"।

হিষ্টিরিয়ার অবস্থাতে যখন আত্মা আসিয়াছে বলিয়া প্রমাণ হয়, তখনই তাহাকে কোনও প্রক্রিয়াদ্বারা আবদ্ধ করি। প্রায় সকল আত্মাই প্রথমতঃ সহজে কথা কহিতে চাহে না। তখন কতক সময় মত না দিলেই কথা কহিতে আরম্ভ করে। আজ পর্য্যন্ত যত লোক আমার হাতে পড়িয়াছে, তন্মধ্যে কেবল দুইটি লোকেরই অবস্থা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। যে সমুদায় লোকের ভূতাবেশ বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহারা সকলেই আজ পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরেই আছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

ভূতের মনুষ্যোচিত আহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকের হৃদয়ে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই ভূতটা দু'খানা বৃহৎ পাঁউরুটি চাহিল কেন? এই প্রশ্নের সমাধান আমিই করিয়া দিতেছি। সে কথা যথাস্থানে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ভূতটা স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা বলিতে পারেন, "আমি দু'খানা রুটি কেন চাহিলাম?" তখন আমরা কেহই ইহার কারণ

জ্ঞাত নহি বলিয়া প্রকাশ করিলে, সে বলিল, "আমি ভিন্ন আরও পাঁচজন আমার সহচর আছে। আমরা সকলে একসঙ্গেই এই চত্বরে বাস করি। আমরা সকলে খাইব বলিয়া ছ'খানা বড় রুটি চাহিয়াছি।" পাঠকগণ এখন বুঝিলেন ছ'খানা রুটির আবশ্যকতা কেন?

ইতিমধ্যে বাচন একটি চুপড়ীতে করিয়া সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া আসিল। তাহা একগাছি দড়ীদ্বারা ঝুলাইয়া সেই পূর্ব্ব-কথিত রাস্তার পার্শ্বস্থিত কূপ মধ্যে নামাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইল। সেই ভৃত্যটি এবং আরও একজন লোক সঙ্গে করিয়া রোগীর পিতা ঐ চুপড়ীপূর্ণ দ্রব্য দড়ীদ্বারা ধীরে ধীরে সেই কথিত কূপ মধ্যে নামাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন "৮।১০ কিট্ নিম্নে উক্ত চুপড়ী যাইতে না যাইতে আমরা একটা হ্যাঁচ্‌কা টান অনুভব করিলাম। বোধ হইল, কেহ যেন চুপড়ীটি ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। সে ভীষণ টানে আমার হস্তে বিশেষ বেদনা অনুভব করিলাম। ঝুড়ীটি কোথায় অদৃশ্য হইল এবং আমার অঙ্গুলীতে রজ্জুচিহ্ন লক্ষিত হইল।" ইহার কিয়ৎকাল পরে কৃষ্ণচন্দ্র আহার করিয়া বাহিরে আসিল। সকলে তাহাকে রাত্রিতে একাকী শয়ন করিতে নিষেধ করিলে তাহার মাতা তাহার নিকট শয়ন করিলেন। কয়েক মিনিট পরে কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের ভৃত্য বাচনকে ডাকিয়া বলিল, "তাহার যেন বোধ হইতেছে, কতকগুলি লোক তাহার কর্ণের নিকট আসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি বলিতে চাহিতেছে। সুতরাং সে কাহারও সঙ্গে সে রাত্রে শয়ন করিবে না। সে তাহাদের (ভূতগণের) সঙ্গে একবার সজ্ঞানে বাক্যালাপ করিবে।" এই কথা শুনিয়া তাহার অপরাপর বন্ধুগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। তাহার মাতা তাহার শয্যাপার্শ্বে পৃথক "খাট্‌লীতে' শয়ন করিয়া রহিলেন। সেস্থান হইতে কৃষ্ণচন্দ্রের মাতা তাহার গাত্রে হস্ত

প্রদান করিতে পারেন, এমত ব্যবধান রহিল মাত্র। অপরাপর ভৃত্যবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণ অন্যান্য ঘরে সতর্কভাবে সময়কর্ত্তন করিতে লাগিল। বন্ধু-বর্গের মধ্যে রামচরণ বলিয়া একব্যক্তি রাত্রি ১ ঘটিকার সময় অপর বন্ধুগণের নিকট বলিলেন, তিনি পাঁচজন ব্যক্তিকে কূপ মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া ঐ বৃক্ষাভিমুখে গমন করিতে দেখিলেন। তন্মধ্যে চারিজনকে তিনি চিনিতে পারিলেন না, পরন্তু পঞ্চম ব্যক্তিকে তিনি উত্তমরূপে চিনিতে পারিলেন। পঞ্চম ব্যক্তি একজন সৈনিক পুরুষ, তাহার মস্তকে তরবারির আঘাত দৃষ্ট হইল। তাঁহারা এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে বাচন জল পান করিবার জন্য উঠিয়াছে। তখন রাত্রি আন্দাজ দেড়টা হইবে। যে গৃহে কৃষ্ণচন্দ্র শয়ন করিয়াছে, তাহার নিকটেই 'গুরই'তে জল রহিয়াছে। ভৃত্যটি ধীরে ধীরে তাহার শয্যা পার্শ্বে আসিতেছে, এমন সময় সে তাহার কর্ত্তৃঠাকুরাণীকে (কৃষ্ণ চন্দ্রের মাতাকে) কৃষ্ণের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে, দেখিতে পাইল। সে তাঁহার নিকট যাইয়া চুপে চুপে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রভুপত্নী উত্তর করিলেন, "এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে বলিল। আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে সে হঠাৎ আমার হস্তধারণ করতঃ, তুমি যেরূপ দেখিতেছ আমাকে তদবস্থায় দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।" ভৃত্যটি সত্বর বাবুর বন্ধু-বর্গকে ডাকিল। তাহারা সকলে উপস্থিত হইয়া প্রেতাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আবার আসিয়াছ কেন?"

প্রে। হাঁ, আবার আসিলাম।

একবন্ধু। কেন আসিলে?

প্রে। আমি বালকটিকে কিছু বলিতে আসিয়াছি। আমি অল্প-ক্ষণই থাকিব। ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। দেখিও,

আমাকে বাধা দিওনা। আমি শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করিয়া চলিয়া যাইব।

এক বন্ধু। বালকটির কোন বিপদ হইবার আশঙ্কা আছে কি?

প্রে। কোন আশঙ্কা নাই। আমি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তাহা কি তোমরা সকলে একবারেই বিস্মৃত হইয়াছ? আমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না।

ইত্যবসরে ভৃত্য বলিল, "আপনি যে দ্রব্যাদি চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইয়াছেন কি?"

প্রে। পাইয়াছি বৈ কি।

ভৃ। আপনি সে সমুদায় আহার করিয়াছেন কি?

প্রে। (ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে)——তোমায় সে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে কে বলিয়াছে? আর এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না।

বন্ধুগণ। (ভীত হইয়া) আমরা কি এই বাঙ্গলাতে বাস করিতে পারিব? যদ্যপি অনুমতি করেন, তো আগামী কল্যই এইস্থান পরিত্যাগ করিব।

প্রে। আপনাদের এই বাটী পরিত্যাগ করিতে হইবে না। তবে এই বালকটির পিতার নিকট যে দুইটি নিষেধ বাক্য বলিয়াছি, তাহা সতত পালন করিবেন। তিনি যেন সকলকেই বলিয়া দেন, সকলেই যেন উহা পালন করে। কেবল এই বালক ইহার অপব্যবহার করিতে পারে। তাহার জন্য কোন বাধা-বাধকতা নাই——কারণ তাহাকে আমি অতি আত্মীয়জন বলিয়া জানি এবং তাহাকে বাস্তবিকই ভালবাসি।

বন্ধুগণ। এইস্থানে বাস করিয়া কাহারও পীড়ার বিরাম হইতেছে না। এখনও ১২ জন লোক পীড়ায় শয্যাশায়ী আছে।

প্রে। আগামী কল্যকার মধ্যে আর কাহারও পীড়া থাকিবে না

এই আমার আদেশ-বাক্য। আমার বচন অতি সত্য বলিয়া জানিবেন।

ভূ। আপনি পরিতুষ্ট হইয়াছেন কি?

প্রে। নিশ্চয়ই। এক্ষণে তোমরা সকলে এই স্থান হইতে ক্ষণ-কালের জন্য স্থানান্তরিত হও। আমি আমার কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাই।

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রকে একাকী রাখিয়া অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন। পাঁচ মিনিট পরে উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কথা বার্ত্তা শ্রুতিগোচর হইল। একজন বলিল, "নমস্কার, আমাকে বিদায় দাও। আমাকে শীঘ্রই প্রস্থান করিতে হইবে।" এই কথাগুলি অতি উচ্চশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। বন্ধুগণ সকলে পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। অতঃপর তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণ-চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সুস্থকায় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র বলিল, "প্রেতাত্মা যাইবার সময়, আমাকে আরও গুহ্যতম কতিপয় বিষয় বলিয়া গিয়াছে। তাহা অপরের নিকট বলিতে নিষেধ আছে।" বন্ধুগণ এই কথা শুনিয়া আর সে সকল রহস্য-মূলক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে পীড়াপিড়ি করেন নাই। ঐরূপ করিলে অনেক সময়ে বিষময়ফল প্রসব করিয়াছে, তাহাও অনেকে বলিলেন। তবে কৃষ্ণচন্দ্র সে সকল কথার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিল মাত্র। সে বলিল, "বিপৎকালে কি প্রকারে উদ্ধার হইতে হইবে এবং জীবনের উন্নতি বিধান কি প্রকারে করা কর্ত্তব্য, সেই সকল বিষয়েও সে উপ-দেশ পাইয়াছে।" কৃষ্ণচন্দ্র অপর বিষয় গুলি নিষেধ আছে বলিয়া প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক দর্শনে তাঁহারাও (বন্ধুগণও) নিরস্ত হই-লেন। এই বন্ধুগণের মধ্যে একব্যক্তি এই সকল গল্প শুনিতে অত্যন্ত

ভালবাসিতেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিলেন, "ঐ প্রেতাত্মা বিদায় হইবার সময় কি তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকে?" তখন কৃষ্ণচন্দ্র বলিল, "সৈন্যগণের কাওয়াৎ করিবার সময় যে প্রকার নমস্কার করিতে হয়, তদ্রূপ নমস্কার সে আমাকে প্রত্যেক বারেই করিয়া থাকে। বহু দিন ধরিয়া সে আমাকে কতস্থানে যে খুঁজিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু সর্ব্বত্রই সে বিফল-মনোরথ হইয়া এই প্রয়াগধামে আসিয়া এক বৎসর ধরিয়া ঐ বৃক্ষে বাস করিতেছে। যখন আমি এই বাঙ্গলোতে অবস্থান জন্য আগমন করিলাম, সে তখন আমাকে অমনি তাহার সৈনিক প্রভু বলিয়া সন্দেহ করিয়া বসিল। একদিন রাত্রে যখন আমি বাঙ্গলোর বাহিরে ঘুমাইতেছিলাম, সে তখন তাহার সন্দেহ বিদূরণ মানসে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বলিয়া দুইবার ডাকিয়াছিল, আমি তাহাতে কর্ণপাত না করায় সে আমার পেছু লইয়াছিল। তিন সপ্তাহ গত হইল, একদিন রাত্রে দুইবার তাহাকে সৈনিক পুরুষোচিত বসন ভূষণে আচ্ছাদিত হইয়া ঐ বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম। সে আমাকে কয়েকবার অভিবাদনও করিয়াছিল এবং নতজানু হইয়া আমাকে তাহার নিকটে যাইতে আহ্বান করিয়াছিল। কিন্তু আমি ভাবিয়াছিলাম, কোন সৈনিক পুরুষ ঐস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য আমি ততটা খেয়াল করি নাই। তিনটা রাত্রিতে সেই সৈনিককে তদবস্থায়ই সেথায় দণ্ডায়মান দেখিলাম। সে পুনঃপুনঃ আমাকে অভিবাদন করিতে লাগিল। তখনও তাহাকে গ্রাহ্য করি নাই। অবিরাম চিত্তে শয়ন করিলাম। কিন্তু যখন আমার সন্দিগ্ধী হয়, তখন কয়েকটি কথায় ঐ প্রেতাত্মার অন্বেষিত ব্যক্তি আমিই, তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সে আরও বলিয়াছিল, "তুমি আমার প্রভু। আমি তোমার আজ্ঞা সর্ব্বদা পালন করিব!"

একদিন ঐ প্রেতাত্মা পাঁচটি টাকার জন্য প্রার্থনা করে। যথা সময়ে তাহার জন্য টাকা ঐ বৃক্ষতলে রাখিয়া দেওয়া হয়। পরে আর একটি টাকার জন্য প্রার্থনা করে, তাহাও বালকের (কৃষ্ণচন্দ্রের) জননী তথায় যাইয়া রাখিয়া আইসেন। কিন্তু এই একটি টাকার সম্বন্ধে বাচন ও অপর কয়েক ব্যক্তি 'কাণা-ঘুষা' করিয়াছিল বলিয়া ঐ প্রেতাত্মা বালকের জননীকে আসিয়া বলে, "সেই টাকাটি এখনও বৃক্ষতল হইতে লইয়া আসা হয় নাই কেন? উহা আমি লইব না। ঐ টাকাটি যেন প্রাতঃকাল হইতে না হইতে বৃক্ষতল হইতে লওয়া হয়।" যথা সময়ে তাহাই করা হইল। তখন হইতে কৃষ্ণচন্দ্রের শরীরে কোন ব্যাধি নাই। তদবধি বাটীর পরিবারবর্গকেও আর পুনঃ পুনঃ রোগ-যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হইত না। * ইতি

(সমাপ্ত) শ্রীগণপতি রায়।

দিব্যদৃষ্টি ।

দিব্যদৃষ্টি বা (Clairvoyance) অর্থে স্পষ্ট দর্শন। ইহাকে অনেকে জ্ঞানদৃষ্টি, সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করেন। মূলতঃ মানব-চক্ষুর অগোচর পদার্থ দৃষ্টি করিবার শক্তিকেই ক্লেয়ারভয়ান্স্ বা দিব্যদৃষ্টি কহে। ইহা নানা প্রকারের হইয়া থাকে, নানা প্রকারে মানব এই শক্তিলাভ

---

* লক্ষ্ণৌ সহরের Messrs Vidyant & Co. বিদ্যান্ত কোম্পানির কর্ম্মচারী, শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর মাত্রার পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে সাহেব ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার এ সম্বন্ধে বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Dr. Ohdedar says :—" All that I can say is that during my professional career, extending over nearly 27 years, I never saw another case which appeared more like that of 'possessed' than this. Certain things that happened in my presence absolutely started me and I am unable to offer any explanation for them."

করিতে পারে, ভালমন্দ নানাবিধ কার্য্যে ইহার ব্যবহার হয়, এবং এই শক্তির স্থায়িত্ব সামান্য ক্ষণ হইতে জন্ম-জন্মান্তর কাল পর্য্যন্ত হইতে পারে।

মানব কি প্রকারে স্থূল দৃষ্টি-শক্তির সম্প্রসারণ করিতে পারে, কি প্রকারে তাহার ঈথিরিক, এষ্ট্রাল ও মনোময় কোষের দৃষ্টিশক্তির বিকাশ হয়, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে যে সকল ক্ষুদ্র ও দূরবর্ত্তী পদার্থ দেখা যায়, তদপেক্ষা সহস্রাংশ ক্ষুদ্র ও সহস্রগুণ দূরবর্ত্তী পদার্থের দর্শন কিরূপে হয়, অগাধ জলধিতলে বা ভূগর্ভে বহুক্রোশ নিম্নে স্থিত পদার্থ বা জীব কিরূপে মানব নয়নগোচর করিতে পারে, কিরূপে যুগান্তরের পরের ভবিষ্যঘটনা বা গত যুগের অতীত ঘটনা সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়, কিরূপে সৌরমণ্ডলের মধ্যস্থ গ্রহের যাবতীয় ঘটনা, জীব ও দৃশ্যাদি সম্মুখস্থিত-মত প্রতিভাত হয়, তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

স্বার্থসিদ্ধি বা অর্থলাভ উদ্দেশেই যাহারা কতকটা দৃষ্টিশক্তির সম্প্রসারণ করিয়া থাকে, তাহারা কি উপায়ে সিদ্ধ হয় এবং তাহাদের পথ বিপদসঙ্কুল কেন, সাধারণের এই উদ্দেশ্যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে চেষ্টা করা কেন গর্হিত, কিরূপ লোকের সাধারণতঃ অস্বাভাবিক দিব্যদৃষ্টি থাকে, কাহাদেরই বা এই দৃষ্টি আপনা হইতে বিনা-চেষ্টায় মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহার কারণই বা কি, পরার্থে, জীবের কল্যাণের জন্য যাঁহারা এই শক্তিলাভে প্রয়াসী, তাঁহাদের কিরূপে শরীর গঠন করিতে হইবে, কিরূপে তাঁহাদের চরিত্র সংশোধন করিতে হইবে, কি নিয়মে জীবন যাপন করিতে হইবে, কিরূপ লোকের নিকট এই বিদ্যালাভের ক্রিয়া শিক্ষা করিতে হয়, সে লোক কোথায় ও কখন মিলে, কিরূপেই বা এই শক্তির ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ লোকের ইহা লাভে প্রয়াসী হওয়া উচিত, এই সমুদয় আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

যোগশাস্ত্রে আমাদের দেহে ষট্‌চক্র থাকার বিষয় উল্লেখ দেখা যায়। মেরুদণ্ডের নীচে মূলাধারে, নাভিদেশে স্বাধিষ্ঠান, প্লীহা স্থানে মণিপুর, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ এবং ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা এই ছয়টি চক্র। মস্তকে সহস্রার নামে আর একটি চক্র আছে, উহাকে চক্র বলিয়া ধরিলে মোটে সাতটি চক্র হয়। মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী নামে একটি সর্পাকার শক্তি নিদ্রিত অবস্থায় আছেন, উহা অগ্নিময়; তড়িৎ শক্তি (Electrilcty) এবং প্রাণ শক্তি (Vitality) যেমন ভগবৎ-শক্তির দুইটি নিম্নমুখী স্রোত, সেইরূপ এই কুণ্ডলিনীও ভগবৎ-শক্তির তৃতীয় অধোমুখী স্রোত। ইহা তড়িৎ বা প্রাণশক্তির সদৃশ নহে, উহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহার অতি তীব্র তেজ। কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিবার কয়েক প্রকার নিয়ম শাস্ত্রে দেখা যায়। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে উহার ঊর্দ্ধ ও অধোগতি হইয়া থাকে, সুচতুর সাধক স্বীয়গুরু উপদেশে উহার গতি সংযত করিয়া উহাকে আবশ্যক মতে চক্র হইতে চক্রান্তরে লইয়া যাইতে পারেন এবং উহাকে যথাস্থানে পুনরায় সংযত করিয়া রাখিতেও পারেন। এইরূপে এই কুণ্ডলিনী যে চক্রে যান, সেই চক্রটী ক্রিয়াশীল ও জীবিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই চক্রের সাহায্যে যে সকল ক্রিয়া হয়, সাধারণ লোক অপেক্ষা কুণ্ডলিনী-সিদ্ধ সাধকদের সেই চক্রের ক্রিয়ার সমধিক সম্প্রসারণ হইয়া থাকে। এইরূপে-কুণ্ডলিনী-শক্তি যত অধিকবার চক্রে যাইতে থাকেন, চক্রক্রিয়া ততই বিকাশ-প্রাপ্ত ও প্রসারিত হয়। শেষে উহার ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিকাশ ও বিস্তার হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত ষট্‌চক্রের মধ্যে মূলাধার বাদে অবশিষ্ট পাঁচটি চক্রের পাঁচটি বিশেষ শক্তির সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রের দৃষ্টিশক্তির সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই চক্রকে কুণ্ডলিনী সাহায্যে জাগরিত

করিতে পারিলে, সাধকের দৃষ্টিশক্তির বিস্তার হইয়া থাকে। সাধক এই চক্র সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ বহুবার এই চক্র মধ্যে কুণ্ডলিনীকে আনিয়া থাকিলে তাঁহার দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে, তখন ইহাঁর দিব্যদৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবে বিস্তৃত হয়। দুই একবার কুণ্ডলিনী আজ্ঞা চক্রে আসিলেই সাধক নানা প্রকার জীব, নানাস্থান, জাগ্রত অবস্থায় যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন এরূপ ভাবে দেখিতে আরম্ভ করেন; ক্রমে নানাবিধ দৃশ্য মেঘের মত অস্পষ্ট ভাবে চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয়; শেষে চক্রে কুণ্ডলিনীর গতিবিধি বহুবার হইলে দিব্যদৃষ্টিশক্তি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া সম্পূর্ণ দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।

সাধারণতঃ দিব্যদৃষ্টি হওয়াকে লোকে তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হওয়া বলে। জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা তৃতীয় চক্ষুর উন্মীলন করা গুরুর কার্য্য। এই চক্ষু খোলার ব্যাপার এক ভাবে সত্য। দিব্যদৃষ্টি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে যথার্থই আজ্ঞাচক্র মধ্যে একটি চক্ষুর গঠন হয়। এই চক্ষু ইথিরিক পদার্থে গঠিত একটি অতি ক্ষুদ্র সর্পাকার নল (tube), ইহা হাতীর শুঁড়ের মত কমান বাড়ান ও ঘুরান ফিরান যায়। ইহা আজ্ঞাচক্র মধ্য হইতে উদ্ভূত হয়, এবং উক্ত নলের শেষ সীমায় চক্ষুর আকৃতি একটি পদার্থ বসান থাকে। এই চক্ষুর মত পদার্থটিকেও আবশ্যক মত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ করা যায়। ইহারই নাম তৃতীয় চক্ষু। দিব্যদৃষ্টির পূর্ণ বিকাশে এই চক্ষুর বিকাশ হয়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম পদার্থ দেখিতে হইলে চক্ষুটিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র করিতে এবং কোন বৃহৎ পদার্থ দেখিতে হইলে চক্ষুটিকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ করিতে পারা যায়।

এই সর্পাকার তৃতীয় নয়ন অনুবীক্ষণের কার্য্য করে। ইহার সাহায্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণুকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ করিয়া দেখা যায়। ইহাকে ইংরাজিতে ম্যাগ্‌নিফাইয়িং (Magnifying) ক্লেয়ারভয়ান্স্‌ বলে।

মানবদেহ সাতটি কোষে বিভক্ত। তলওয়ার যেরূপ খাপের মধ্যে থাকে, সেইরূপ আমাদের এই স্থূলদেহের মধ্যে একটির ভিতর আর একটি করিয়া ছয়টি কোষ বা দেহ আছে। উক্ত দেহ কয়টি আমাদের স্থূলদেহের অপেক্ষা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম বিধানে বা পদার্থে গঠিত, এবং এই দেহের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে (Interpenetrating) রহিয়াছে। মৃত্যুতে আমাদের স্থূলদেহের নাশ হইলে আমাদের অবশিষ্ট ছয়টি দেহের মধ্যে ইথিরিক দেহটিই সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল বলিয়া এই ইথিরিক দেহেতেই আমরা প্রকাশিত হইয়া থাকি, অর্থাৎ আমাদের তখন স্থূলদেহধারী মানব না বলিয়া ইথিরিক দেহী বলে। তখন অবশিষ্ট পাঁচটি দেহ বা কোষ ইথিরিক দেহের ভিতর থাকে। আবার কিছু দিন পরে ইথিরিক দেহ নষ্ট হইলে আমাদের অন্য কয়েকটি অপেক্ষা স্থূলহেতু অ্যাষ্ট্র্যাল্ বা কামদেহে বিরাজ করিতে হয়, অবশিষ্ট চারিটি দেহ বা কোষ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বলিয়া তখন এই অ্যাষ্ট্র্যাল দেহরূপ বহিরাবরণের ভিতর থাকে। আবার বহুকাল পরে অ্যাষ্ট্র্যাল দেহের মৃত্যুতে উক্ত কোষটিও পড়িয়া যায়, জীব তখন মেণ্ট্যাল বা মনোময় কোষের মধ্যে থাকে। অবশিষ্ট তিনটি কোষ বা দেহও তখন উহার ভিতর থাকে।

উপরে যে ছয়টি চক্রের কথা বলা হইল, ঐ চক্র কয়টি আমাদের স্থূল দেহ মধ্যে নাই। উহারা আমাদের অপর ছয়টি কোষে বা দেহে আছে। উপরের কথিত ইথিরিক, অ্যাষ্ট্র্যাল, মেণ্ট্যাল প্রভৃতি দেহেই আছে। অর্থাৎ আমাদের ইথিরিক কোষে উক্ত ছয়টি চক্র যেমন আছে, তেমনি অ্যাষ্ট্র্যাল কোষেও উহার অনুরূপ স্থানে সেই ছয়টি চক্র আছে, এবং মনোময় কোষেও সেইরূপ আছে, অন্যান্য তিনটি কোষেও আছে।

জীবের ক্রম-বিকাশ বিধান অনুসারে (According to the law or evolution) অ্যাষ্ট্র্যাল কোষের উক্ত চক্র ছয়টি এখনকার শিক্ষিত

লোকদের প্রায় সকলেরই ধীরে ধীরে আপনা হইতে জাগ্রত হইয়াছে। সুদূর ভবিষ্যতে সাধারণতঃ ইথিরিক দেহের চক্র গুলিও ঐরূপে ধীরে ধীরে জাগ্রত হইবে, কিন্তু সে সময়ের অনেক বিলম্ব আছে। ধীরে, অতি ধীরে অ্যাষ্ট্রাল দেহের চক্রগুলি জাগরিত ও ক্রিয়াশীল হওয়া হেতু. আজ্ঞা চক্রের জাগরণের ফলে আমাদের দিব্যদৃষ্টি শক্তি অ্যাষ্ট্রাল দেহে বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু তাহা আমরা অবগত হইতে পারি নাই, এবং আমরা স্থূলদেহে স্থূল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি ব্যবহারে এতই ব্যস্ত ও অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের উক্ত প্রচ্ছন্ন শক্তি-সকল ব্যবহারে আমরা অবসর পাই না, অব্যবহৃত অস্ত্রের মত উহা পড়িয়া রহিয়াছে। নিদ্রিতাবস্থায় বা মূর্চ্ছাবস্থায় কদাচ ঐ শক্তি, অ্যাষ্ট্রাল দেহে থাকাকালে, আমাদের ব্যবহার অনেকের হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের অ্যাষ্ট্রাল দেহের স্মৃতি (Consciousness), জাগ্রত অবস্থায় ভৌতিক দেহের স্মৃতির সহিত মিশিতে না পারায়, নিদ্রাবস্থায় ক্রিয়ার বিষয় জাগ্রত অবস্থায় আমাদের স্মরণ হয় না ও কাজেই আমরা তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া যাই। ইচ্ছা করিলেই যে দিব্যদৃষ্টি-শক্তি ব্যবহার করিব, এ ক্ষমতা কাজেই আমাদের নাই। নিদ্রিত অবস্থায় দিব্যদৃষ্টি সাহায্যে কি দেখিলাম, তাহা জাগরিত অবস্থায় আমরা মনে করিতে পারি নাই।

ইচ্ছা করিলেই দিব্যদৃষ্টি শক্তি ব্যবহার করিতে পারিব এবং দিব্য-দৃষ্টি প্রভাবে যাহা দেখিব, তাহা আমরা জাগ্রত অবস্থায়, জাগ্রত অবস্থায় কেন, সকল অবস্থাতেই স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিব, এরূপ করিতে হইলে, আমাদের ইথিরিক দেহের আজ্ঞা চক্রকে জাগরিত ও ক্রিয়াশীল করিতে হইবে। অবশ্য ক্রমবিকাশের নিয়মে ধীরে ধীরে এইরূপ জাগ্রত অবস্থা এক সময়ে সকলেরই হইবে, অবশ্য ইহা বহুজন্মের পরের কথা।

ততকাল অপেক্ষা না করিতে ইচ্ছুক হইলে, আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। কুণ্ডলিনীকে মূলাধার চক্রে জাগ্রত করিয়া, উহাকে অন্যান্য চক্রের মধ্য দিয়া আজ্ঞাচক্রে লইয়া যাইয়া, ঐ চক্রকে জাগরিত করিতে হইবে। এইরূপ বিধানে ইথিরিক (পিণ্ড) দেহের আজ্ঞা চক্র জাগ্রত হইলে, আমরা জাগ্রত অবস্থায় দিব্যদৃষ্টি শক্তি ব্যবহার করিতে পারিব, এবং এই দর্শনের ফলে যে সকল জ্ঞানলাভ করিব, তাহা আমাদের স্মৃতি-পথে থাকিবে, ইহা স্থূল দেহের দৃষ্টিশক্তি ব্যবহারের মত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে। ইহার সাহায্যে নানাবিধ গূঢ় তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব। *

(ক্রমশঃ)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটি মাদুলি।

"বাবু সাহেব! বাবু সাহেব!!"—আজ কয়েক মাস হইল, আমি কলিকাতা সহরের আলিপুর অঞ্চলে কোন নিভৃত পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ উপরোক্ত সম্ভাষণ শুনিলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, একজন ফকির আমাকে ডাকিতেছেন। আমার কৌতূহল হওয়ায় দাঁড়াইলাম। ফকিরও অগ্রসর হইয়া, আমার নিকট দাঁড়াইলেন ও হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিলেন, "তোমাকে ডাকিলাম বলিয়া কি তুমি অসন্তুষ্ট হইলে?"

আমি বলিলাম, "না। আপনার কি বলিবার ইচ্ছা, বলুন।"

---

* চক্র ও কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে সম্যক্ জানিতে হইলে বর্ত্তমান সনের মে মাসের লিবজফিষ্ট পত্রিকায় মাননীয় লেডবিটার মহোদয়ের প্রবন্ধ দেখিতে হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে কতক উল্লেখ হইল মাত্র।

আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তিনি বলিলেন, "তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে এই দ্রব্যটি দিতেছি। মাদুলি করিয়া ধারণ করিও। ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।"

আমি দ্রব্যটি লইলাম। দ্রব্যটি ছোট একটি মটরের মত বস্তু; মাদুলির ভিতর অনায়াসে রাখা যায়। অনেক কথাবার্ত্তার পর ফকির বিদায় লইলেন; আমিও ব্যাপারটা কি, ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেলাম। দ্রব্যটি নিজে রাখিতে ইচ্ছুক না হইয়া, কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোককে দিলাম। ৮ দিন পরে ঐ ফকিরের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। সেবার আর তাঁহার প্রসন্ন মুখ নাই; ভারি বিরক্তিভাব। দেখা হইবামাত্র নানারূপ অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—"যে দ্রব্যটি তোমাকে দিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিজের ব্যবহারের জন্য। অন্য লোককে কি জন্য দিয়াছ?"

আমি অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি যে, সে দ্রব্যটি অপর লোককে দিয়াছি ফকির কিরূপে জানিলেন? যাহা হউক, আমি ফকিরের নিকট প্রতিশ্রুত হইলাম যে, দ্রব্যটি আমি নিজেই রাখিব। ফকির সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, "তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া দিয়াছি। তোমার নিজের রাখা কর্ত্তব্য।"

কয়েক দিন পরে আমার সেই আত্মীয়া স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি নিতান্ত ভীতা হইয়া বলিলেন যে, একজন ফকির আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন যে, "যে দ্রব্যটি তোমার নিকট আছে, তাহা তুমি কি জন্য রাখিয়াছ? আমি তোমাকেত দিই নাই। বাবুকে দিয়াছি। অবিলম্বে যাঁহার দ্রব্য তাঁহাকে দাও। তাঁহার উদ্দেশ্যে দিয়াছি। তোমাকে দিই নাই।" তিনি ঐ স্বপ্ন দেখিয়া, এত চঞ্চল হইয়াছিলেন যে, নিজের ব্যয়ে একটি মাদুলি গড়াইয়া তাহার ভিতর

দ্রব্যটি রাখিয়া আমাকে ধারণ করিতে দিলেন। স্বপ্নে যে ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার অবয়ব অবিকল আমার দৃষ্ট ফকিরের মত বর্ণনা করিলেন। আমি দ্রব্যটি লইয়াছি ও ধারণ করিয়াছি। তাহার পর আর ঐ ফকিরকে দেখি নাই এবং আত্মীয়াও স্বপ্নে দেখেন নাই। মঙ্গল হওয়া না হওয়া ফকিরের আশীর্ব্বাদ ও ইচ্ছা; কিন্তু ব্যাপারটা কিছু অলৌকিক মনে হইল।

গল্পটি ছোট, কিন্তু ইহাতে কিছু চিন্তা করিবার বিষয় আছে। প্রথম, আমি যে দ্রব্যটি নিজে না রাখিয়া কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোককে দিয়াছি, ফকির কিরূপে তাহা জানিলেন। আত্মীয়া অন্তঃপুর-বাসিনী; তাঁহার সহিত ফকিরের দেখা হয় নাই এবং দেখা হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। দ্বিতীয়, আত্মীয়াকে স্বপ্নে ঐ দ্রব্য আমাকে ফিরাইয়া দিবার কথা বলা। কোন্ শক্তি বলে ফকির জানিলেন যে, আমি নিজে ধারণ না করিয়া, অপরকে দিয়াছি এবং যাঁহাকে দিয়াছি, তাঁহাকে স্বপ্নে জানাইলেন যে, তুমি নিজে রাখিও না; যাঁহার দ্রব্য তাঁহাকে দাও। এই শক্তি অলৌকিক বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সাধনের দ্বারা ঐ শক্তি উপার্জ্জন করা যায় এবং যাঁহারা সেই সাধন করেন, তাঁহাদের ঐ শক্তি আসে। জগতে অনেক অদ্ভুত শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার কারণ বুঝা যায় না। যখন ষ্টীম এঞ্জিন ছিল না, তখনকার লোক প্রথম ষ্টীম এঞ্জিন দেখিয়া ভৌতিক কাণ্ড মনে করিতেন। এখন সকলেই বুঝিতেছেন, কি শক্তি বলে রেলওয়ে ট্রেণ চলিতেছে।

প্রকৃতির অন্তরালে যে কত শক্তি প্রবাহিত হইতেছে, তাহা যাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা স্বাভাবিক; যাঁহারা করেন নাই বা কখন দেখেন নাই তাঁহাদের নিকট অস্বাভাবিক। স্থূল জগতের শক্তি ও সূক্ষ্ম জগতের শক্তি এতদুভয়ের মূল এক,—স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ মাত্র। ষ্টীম

এঞ্জিন স্থূল শক্তি বলে চলে, আর যে শক্তিতে ফকির জানিতে পারিয়াছিলেন যে, দ্রব্য আমি রাখি নাই, তাহা সূক্ষ্ম-শক্তি-বলে জানিয়াছিলেন। একটি শক্তি ভূলোকের অপরটি ভুবর্লোকের। ভুবর্লোকে যাঁহাদের দৃষ্টি আছে, তাঁহারা ঐ শক্তিকে খুব স্বাভাবিক মনে করেন, আর যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহারা অলৌকিক মনে করেন। উভয়ই স্বাভাবিক।

শ্রীপ্রণবানন্দ শর্ম্মা।

অদ্ভুত পরিণয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পীতাম্বর বালককে বুঝাইল যে, একটা মানুষ মশাল হস্তে করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিজে সেই অগ্নি মধ্যে একটী পরিচিত মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে দেখিল, যেন সেই প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী যুবতী তাহার দিকে বাহু প্রসারণ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল।

সে দিন ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে লইয়া পীতাম্বর বাটী ফিরিল, কাহাকেও কিছু বলিল না। পর দিন একা সেই নির্জ্জন স্থানে অন্ধকার রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পীতাম্বর সাহসী পুরুষ, তাই আজ সাহসে ভর করিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য একাই আসিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই সেই দিনের মত একটা অগ্নিপিণ্ড সেই শ্মশান হইতে—যেখানে মোক্ষদাকে দাহ করা হইয়াছিল—সেইখান হইতে ধীরে ধীরে মনুষ্যমূর্ত্তি ধরিয়া পীতাম্বরের নিকট দাঁড়াইল। পীতাম্বর সবিস্ময়ে দেখিল, ইহা সেই মোক্ষদার অগ্নিময়ী সজীব মূর্ত্তি। মোক্ষদা বলিল—"আজ তুমি আমাকে বিবাহ কর। আমার এত প্রেম, এত ভালবাসা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, আমি সাধ্য সাধনা

করিয়া তোমার হইতে পারি নাই, আমার সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুর পরেও আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি, কিন্তু এখন আর রক্ষা নাই। যদি আমাকে বিবাহ না করিতে চাও, এই দেখ আমার সর্ব্ব শরীরে অগ্নি, ইহার দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব, অথবা তিল তিল করিয়া পোড়াইয়া মারিব। আজ তুমি আমার,—কিছুতেই ছাড়িব না

এই বলিয়া সে নিজের অগ্নিময়ী মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিল। পীতাম্বর একটু ভীত হইল। পরক্ষণে সে বলিয়া উঠিল—"না, না তোমাকে আমি বিবাহ করিব না। তুমি মরিয়াছ। তুমি ভিন্ন জাতি, তোমাকে স্পর্শ করিলেও আমার পাপ আছে।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই প্রেতমূর্ত্তি হি, হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে পীতাম্বরের আত্মা শুকাইয়া গেল। সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। পীতাম্বর ভীত হইয়া দৌড়াইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল; কিন্তু সেই প্রেতাত্মা তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং বলিতে লাগিল—"আজ তুমি আমার হাতে পড়িয়াছ, যেরূপে হয় তোমাকে বশীভূত করিব।"

ধীরে ধীরে প্রেতমূর্ত্তি পীতাম্বরের শরীর স্পর্শ করিল, সেই স্পর্শে পীতাম্বর শিহরিয়া উঠিল। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। সে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় সেই প্রেত-মূর্ত্তির সহিত উন্মুক্ত আকাশের বিস্তীর্ণ আবরণের নিম্নে, চতুর্দ্দিক শৃগাল কুকুরের বিকট চীৎকারের মধ্যে, কি যেন কেমন একটা দুর্ব্বোধ্য শক্তিকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া, উন্মত্তের প্রায় আমোদে আত্মহারা হইয়া রহিল। তাহার যেন মনে হইল, অবয়ব-বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যময়ী মোক্ষদা, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার জঘন্য প্রবৃত্তি, তাহার আকাঙ্ক্ষিত পাপ-বাসনা, চরিতার্থ করিয়া লইতেছে।—কিছুতেই পীতাম্বর তাহার সেই আকর্ষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিল না।

সেই প্রেতিনীর সহিত পৈশাচিক ক্রীড়া করিতে দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। রাত্রি হইলে, পীতাম্বর সব কার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া, সেই শ্মশানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময়ে তাহার মনে হইত, কে যেন তাহাকে জোর করিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া আইসে, কি যেন একটা তীব্র উন্মাদনায় সে শ্মশানের দিকে ধাবিত হয়। কত চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সে এই অলক্ষিত আকর্ষণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। সোনার সংসার, সাধ্বী স্ত্রী, প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়, কেহই সেই আকর্ষণের প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। লজ্জায়, ঘৃণায়, ভয়ে, বিস্ময়ে, পীতাম্বর সহস্রবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, ভগবানের নাম লইয়া, পত্নীর হাত ধরিয়া শপথ করিয়াছে; কিন্তু রাত্রি আসিলে, কেমন একটা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, ক্ষিপ্তের ন্যায় পীতাম্বর ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, প্রতিজ্ঞা ভুলিয়াছে। তাহার সেই সুন্দর মূর্ত্তি কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে, এখন পীতম্বরকে দেখিলে ভয় হয়। কে যেন ধীরে ধীরে, তাহার দেহের সমস্ত রক্ত, সমস্ত মাংসপেশী, শোষণ করিয়া লইতেছে। কাহার পাপ-সংস্পর্শে যেন পীতাম্বরের পবিত্র মুখে, সদা-সরল-শান্ত, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা এবং দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক অবয়বে কালিমা পড়িয়াছে। যে তাহাকে দেখে, সেই এখন বিস্মিত হয়; সেই সন্দেহ করে—কাছে যাইতে ভয় পায়। এক দিন কোন রোজা তাহাকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বলিলেন,—"পীতাম্বর! তোমার ভীষণ আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, নিশ্চয় তোমাকে প্রেতে আশ্রয় করিয়াছে। সে আর তোমাকে বেশী দিন সংসারে রাখিবে না। যদি মঙ্গল চাও, এখন হইতে সতর্ক হও, আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা কর, নতুবা তোমার রক্ষা নাই।"

পীতাম্বর নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

আবার রোজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তুমি হয়ত মনে

করিতেছ, আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যদি তোমার এই ভয়াবহ জীবনের আনুপূর্ব্বিক কাহিনী আমাকে প্রকাশ করিয়া বল, তবে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি।"

পীতাম্বর তাহার পা জড়াইয়া ধরিল, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিল। বলিল—"আমাকে রক্ষা কর। আমি দেবতা ছিলাম, পিশাচ হইয়াছি। আজ শ্মশান আমার সেই পৈশাচিক লীলাক্ষেত্র। যে পাপপ্রবৃত্তি আমার মনে কখনও স্থান পায় নাই, দরিদ্র আমি, অশিক্ষিত আমি—প্রাণপণে যে চরিত্র রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলাম, জানিনা কোন্ এক শক্তি বলে—পিশাচিনীর কোন্ এক অমোঘ আকর্ষণে আমি তাহা বিসর্জ্জন দিয়া, নিত্য নিত্য পাপ কার্য্যে ডুবিয়া আছি। আমি সবই বুঝি; কিন্তু আর ফিরিবার উপায় নাই। কত চেষ্টা করিয়াছি,—প্রাণপণে এই পাপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই আমি সেই প্রেতিনীর আকর্ষণ হইতে অব্যাহতি পাই নাই।"

রোজা তাহাকে একটী মন্ত্রপূত তাবিজ ধারণ করিতে উপদেশ দিলেন, এবং বলিলেন,—"সেই প্রেতিনী এই তাবিজ ফেলিয়া দিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিবে, বহুপ্রকারে ভয়ভীতি দেখাইবে এবং নানাপ্রকার করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া, তোমার দয়ার উদ্রেক করিতে প্রয়াস পাইবে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তুমি এই তাবিজ পরিত্যাগ করিবে, সে পর্য্যন্ত তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কোন ক্রমে ইহা হস্তচ্যুত হইলে, তোমার জীবনের আশা নাই। সেই মুহূর্ত্তেই তোমার মৃত্যু নিশ্চয় জানিও।"

বাস্তবিকই তাহার পরের দিন যদিও অভ্যাস বশতঃ পীতাম্বর শ্মশানে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রেতিনী তাহার নিকটে আসিতে পারে নাই। অন্যান্য দিনের মত সেই প্রেতিনী ধীরে ধীরে

অগ্নির একটা পিণ্ডের মত হইয়া তাহার মধ্য হইতে উঠিয়া আসিল, কিন্তু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। কত অনুনয় বিনয় করিয়া, কত ভয় দেখাইয়া, তাবিজ ফেলিয়া দিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু পীতাম্বর কিছুতেই ভীত হইল না। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে সেই প্রেতিনীর মূর্ত্তি বিলীন হইয়া গেল। যাইবার সময় চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল,—"জন্মান্তরে ইহার প্রতিশোধ দিব।" পীতাম্বরের জীবিত অবস্থায় আর কোনও উপদ্রব হয় নাই। হুগলি জেলায় বহু ব্যক্তির মুখে এই কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

অপূর্ণ বাসনা।

—:○:—

মৃত্যুকালে আমাদের যে বাসনাগুলি প্রবল ও অপূর্ণ থাকে, মৃত্যুর পরে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য অনেক সময় খুব চেষ্টা করা হয়, ইহার কয়েকটি বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১)

পিতা ও কন্যা।

মাইকেল কন্‌লি নামক এক ব্যক্তি আমেরিকার এক গ্রাম্য কৃষক। শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ অব্দে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে গমন করেন এবং ৩রা তারিখে তথায় তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়। পুত্র তারযোগে এই মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, সেইখানে উপস্থিত হইলেন এবং সৎকারের জন্য মৃত দেহ গৃহে আনয়ন করিলেন। মৃত

ব্যক্তির একটি কন্যা পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইলেন, এবং কয়েক ঘণ্টা অচেতন রহিলেন। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বলিলেন,—"পিতা আমার নিকট আসিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পায়ে চটিজুতা এবং গায়ে সাদা কামিজ ও কাল পোষাক ছিল। তিনি বলিলেন যে, এক টুক্‌রা লাল কাপড় দিয়া কামিজের একটা পকেট তিনি নিজে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই পকেটে কিছু অর্থ আছে। অতএব শীঘ্র সেখানে কেহ যাও এবং ঐ বস্ত্রাদির অন্বেষণ করিয়া লইয়া আইস।"

ইহা শুনিয়া প্রথমে সকলে ভাবিলেন, তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার জিদ্ দেখিয়া অবশেষে একটি লোক পাঠান হইল। অনুসন্ধানে যাহা প্রকাশ পাইল, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। মৃত্যুর পর যখন মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, ডাক্তার শবের বস্ত্রাদি বড়ই ময়লা দেখিয়া, উহা খুলাইয়া ফেলেন এবং কেলাইয়া দেন। ঐ পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি খুঁজিয়া আনা হইল, এবং দেখা গেল, কন্যা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, উহা অবিকল সেইরূপ—সেই সার্ট, সেই সিল্পার এবং সার্টে ঠিক সেই লাল পকেট। পকেটে কতকগুলি কাগজ পাওয়া গেল; দেখা গেল, উহার মূল্য বড় অল্প নহে—৩০ ডোলার।

(২)

শ্বশুর জামাই।

ব্যারন ভন ড্রিসেন নামক রুসিয়ার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ১৮৯০ নবেম্বর মাসে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

অলৌকিক ঘটনাতে আমার কখনও বিশ্বাস ছিল না এবং এখন ও নাই। তবে নিম্নে যে বৃত্তান্তটি দিতেছি, তাহা কিরূপে ঘটিল বুঝিতে

পারি না। বোধ হয় তৎকালে আমার মস্তিষ্কের কোন গোলমাল হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, ঘটনাটি এই :—নানা কারণে আমার শ্বশুরের সহিত মনান্তর ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখন সংবাদ পাইলাম, তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, সস্ত্রীক তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পরিবারস্থ সকলকে (এবং আমাকেও) আশীর্ব্বাদ করিয়া বেশ শান্তভাবে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পর নবম দিবসে তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য একটি ধর্ম্মকার্য্য করা হইবে স্থির হইল। উহার ঠিক পূর্ব্বরাত্রিতে (অর্থাৎ অষ্টম দিনে) আমার বেশ স্মরণ আছে, আমি রাত্রি ১টার পর শয়ন করিলাম। আমার স্ত্রীও তথায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। যেমন আমি বাতি নিবাইলাম, অমনই বোধ হইল, পাশের ঘরে কে যেন হাঁটিয়া আসিয়া আমার রুদ্ধ দরজার নিকট দাঁড়াইল। আমি জোরে বলিলাম "কেও ?" কোন উত্তর নাই। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দেখি, অর্গল-বদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—আমার মৃত শ্বশুর। একি তিনি ? হাঁ তিনিই তো বটে। ঐ যে তাঁহার পরিচিত গাউন, ঐ যে সাদা ওয়েষ্ট কোট্ এবং কালো ট্রাউজার ! বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া আমি বলিলাম "আপনি কি চান্ ?" ইহা শুনিয়া তিনি আরও দুইপদ অগ্রসর হইলেন এবং আমার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"বেসিল্, আমি তোমার সহিত বড়ই অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। আমাকে মাপ কর ; নচেৎ আমি এখানেও শান্তি পাইতেছি না"—এই বলিয়া তিনি বাম হস্তের দ্বারা ঊর্দ্ধদিক্ দেখাইয়া দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। আমি তাঁহার শীতল দক্ষিণ হস্তটি ধরিলাম এবং নাড়া দিয়া বলিলাম "ভগবান্ জানেন, আপনার উপর আমার কোন ক্রোধ নাই।"

তখন তিনি একটু মস্তক অবনত করিলেন এবং বিপরীত দ্বার দিয়া আর একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমি পুনরায় বাতিটি নিবাইলাম এবং আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি ইহা ভাবিয়া আনন্দের সহিত নিদ্রা গেলাম। পরদিন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকার্য্যটি নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইলে, পুরোহিত আমার নিকট আসিয়া চুপে চুপে বলিলেন,—"মহাশয় আপনার নিকট আমার কিছু কথা আছে।" তৎকালে আমার স্ত্রী কেবল আমার নিকট ছিলেন, সুতরাং আমি বলিলাম,—"এখানে স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন।" তখন পুরোহিত গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"কল্য রাত্রি প্রায় ৩টার সময় আপনার শ্বশুর আমার নিকট আসিয়াছিলেন এবং আপনাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুনয় করিয়া গিয়াছেন।"

(৩)

স্বপ্নে আদেশ প্রাপ্তি।

মেরী নাগ্নী এক রমণী ব্রেজিল হইতে লিখিয়াছেন "১৮৯৪ জানুয়ারী মাসে আমার এক আত্মীয়ার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামী সেই বাটী ছাড়িয়া কয়েক দিনের জন্য আমাদের বাটীতে বাস করেন। বোধ হয় মৃত্যুর দুইমাস পরে একদা রাত্রিকালে আমি একটা তামাসা দেখিতে যাই। ফিরিতে রাত্রি দুইটা হইয়াছিল; সুতরাং বিলম্ব না করিয়া নিদ্রা গেলাম। শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমার মৃতা আত্মীয়াটি আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিতেছে—"দেখুন, ঐ সিঁড়ির নীচে যে ছিল বাক্সটি আছে, উহার মধ্যে একটি মোমের বাতি দেখিতে পাইবেন। এ বাতিটি একবার জ্বালাইয়াছিলাম। সে যাহা হউক উহা আমি দেবীকে (ভারজিন মেরীকে) উৎসর্গীকৃত করিয়াছি। অতএব উহা কোন

পুরোহিতের নিকট কৃপাপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন।" আমি সম্মত হওয়াতে আত্মীয়া "তবে আসি, পরলোকে সাক্ষাৎ হইবে" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। স্বপ্নের পর আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল সে রাত্রিতে আর নিদ্রা হইল না। প্রাতঃকালে টিন বাক্সটি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলাম। তাঁহার স্বামী অন্যান্য দ্রব্যাদির সহিত উক্ত বাক্সটি আমার বাটীতে আনিয়াছিলেন; সুতরাং এখানে উহা অদ্যাপি খোলা হয় নাই এবং উহার মধ্যে কি আছে, তাহাও জানিতাম না। সে যাহা হউক, বাক্সটি খুলিয়া দেখিলাম, বস্ত্রাদিতে পূর্ণ। তাহার মধ্যে যে একটা বাতি থাকিবে বিশ্বাস হইল না; কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে ঠিক সেইরূপ একটা বাতি পাওয়া গেল। উহা স্থানীয় পুরোহিতের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।"

প্রেতাত্মার পতি-ভক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যখন আমরা বাটী পৌঁছিলাম, তখন সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ; সুতরাং হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করিলাম। পরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া রামলাল দাদার সহিত কেনারাম কাকার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কাকা তখন সন্ধ্যা পূজাদি করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার পূজায় ব্যাঘাত না করিয়া, অন্দরের রকের একপার্শ্বে আমরা একখানি মাদুর পাতিয়া উপবেশন করিলাম। রকের নীচে প্রাঙ্গণে একটি সেফালিকা বৃক্ষ ও কয়েকটি বেল ফুলের ঝাড়। সকল

গুলিই ফুলে পরিপূর্ণ। ঐ ফুলের সৌগন্ধ বহন করিয়া সন্ধ্যা-সমীরণ শরীর স্নিগ্ধ ও মন মুগ্ধ করিয়া ক্ষণেকের জন্য আমাদের সমস্ত চিন্তা ক্লেশ দূর করিল। রামলাল দাদা একজন ভাবুক লোক, ঈশ্বরে অটল ভক্তি। তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর এই সমস্ত মনোরম ফল-পুষ্পাদিতে ধরাতল সুশোভিত করিয়াছেন। সমস্ত পদার্থই তাঁহার অসীম দয়ার সাক্ষ্য দিতেছে। যাহা কিছু তিনি করিয়াছেন ও করিতেছেন, সমস্তই জীবের মঙ্গলের জন্য। তথাচ লোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, ইহাই আশ্চর্য্য! সন্ধ্যার সময় যখন পিপাসায় কাতর হইয়া বাটীতে আসিলাম, তখন একটি ডাব কাটিয়া মা ঠাকুরাণী তাহার ঠাণ্ডা জল ও নেওয়াপাতি খাইতে দিলেন। তাহাতে শরীর যে কি সুস্থ হইল, সে আর কি বলিব? ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ ব্যতীত আর কিছুতেই তেমন সুস্থ করিতে পারিত না। তাই বলিতেছিলাম, দয়াময়ের দয়ার সীমা নাই। এই দারুণ গ্রীষ্মের সময় শীতল পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু মনুষ্যকে তৃপ্ত করিতে পারে না, তা'ই গ্রীষ্মকালে নানাবিধ ফল ফুলের সৃষ্টি। মনে ভাব দেখি, কয়েকটি প্রস্ফুটিত পুষ্প আমাদের কত শান্তি দিতেছে! যেন স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, প্রকৃত সুখ ও শান্তি কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে দিতে পারেন। এ সকল দেখিয়াও আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া অনিত্য সংসারে সুখের অনুসন্ধান করি।"

আমি। ঐ কথাটা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তুমি বলিলে এবং অনেকেই বলে, ঈশ্বর যাহা কিছু করিতেছেন, সমস্তই জীবের মঙ্গলের জন্য। তবে কেন লোক দুঃখ পায়? সংসারে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হয় কেন?

রাম দাদা। সুখ দুঃখ যে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না; উহা কেবল মনের অবস্থা; কারণ উহা হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ক্ষণ-

CALCUTTA CENTRAL

স্থায়ী। যে কারণে উৎপন্ন, তাহা অন্তর্হিত হইলেই সুখ অথবা দুঃখের অবসান হয়। সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য গুণ থাকিলেই দুঃখকে জয় করিতে পারা যায়। দুঃখকে যে দুঃখ বলিয়া বোধ না করে, সেই প্রকৃত সুখী। সুখ হইতে অনেক সময়ে দুঃখ হয়, আবার দুঃখ হইতেও কখনও কখনও সুখ হয়। ইন্দ্রিয়গণের বহির্ব্বিষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ অর্থাৎ ভোগ-বিলাসাদি, তাহা কেবল দুঃখের কারণ। তাহার অভাব হইলেই দুঃখ বোধ হয়। অতএব সুখে কি দুঃখে যাহার মন কোনরূপে বিচলিত না হয়, সেই ইহলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করে। জীবগণকে সুখময় করিবার জন্যই বোধ হয় প্রথমে দুঃখ-সহিষ্ণুতা আছে। যেমন সোনা পুড়িয়ে খাঁটি করা। তবে আমরা মহাপাপী, আমাদের সে সহিষ্ণুতা কোথায়? কাজেই আমরা অল্প দুঃখে কাতর হইয়া সমস্ত দোষ ঈশ্বরের উপর চাপাই।

কথাগুলি বড় ভাল লাগিতেছিল। ইচ্ছা হইল, রামলালদাদাকে এ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটা প্রশ্ন করি, কিন্তু কেনারাম কাকা তখনই পূজা শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "রকে কে বসে"?

আমি। আজ্ঞা আমি প্রিয়নাথ, আর মাঝের বাটীর রামলাল দাদা।

কেনা কাকা। প্রিয়নাথ এসেছ? কখন এলে? খবর কি বল দেখি?

আমি। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা আগে এসেছি। খবর সমস্তই মঙ্গল। বড় দিদির পীড়া যথার্থ হইয়াছিল বটে, এখন অনেক ভাল আছেন, ভয়ের আর কোন কারণ নাই।

কেনারাম কাকা বড়ই চিন্তিত হইলেন। আপনা-আপনি উদাস ভাবে বলিতে লাগিলেন "হুঁ ভয়ের কারণ নাই, হবে"। কিছু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "রামলালকে সমস্ত কথা বলেছ?

আমি। হাঁ ব'লেছি, দোষ কি? রামলাল দাদা এ বিষয় ভাল বোঝেন। এ বিষয়ের অনেক পুস্তকাদি পড়িয়াছেন, অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। সেই জন্য উহার সহিত পরামর্শ করা উচিত মনে করিয়াছিলাম।

কেনা কাকা। বেশ ক'রেছ, রামলাল বেশ বুদ্ধিমান লোক। পড়া শুনাও অনেক করেচে। ওরে বলে বড় ভালই করেচ। আচ্ছা রামলাল! তুমি কি বিবেচনা কর? তোমার সেজ খুড়ির আত্মা যে প্রত্যহ আসিয়া আমার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছে, সে বিষয়ে এখন কোন সন্দেহ আছে।

রাম দাদা। আজ্ঞা না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কেনা কাকা। কিন্তু ইহার কারণ কি? জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে তোমরা সকলেই ভালরূপে জানিতে। তাঁহার মত পুণ্যবতী পতিব্রতা সতী বিরল। বলিতে পার, আমি মোহে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁ'র দোষ দেখিতে পাইতেছিনা, কেবল গুণই দেখিতেছি। কিন্তু গ্রাম শুদ্ধ সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিত। তবে তাঁহাকে প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকিতে হইল কেন?

রাম দাদা। খুড়িমা যে অতি পুণ্যবতী সতী ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। তাঁ'র দয়া, দান, পরোপকার, পূজা পার্ব্বণ ইত্যাদি যে দেখেছে, সেই তাঁ'কে দেবী জ্ঞান করিত। তবে আমার বিবেচনায় কেবল যে পাপাত্মারাই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, তা' নয়। অনেক ভাল ভাল লোকের আত্মা মৃত্যুর পর আত্মীয় বন্ধুকে দেখা দিয়াছে, এরূপ শুনা যায়। কেবল মায়ার প্রাবল্যেই এরূপ হয়। জীবিতাবস্থায় খুড়িমা আপনাকে অত্যন্ত ভক্তি, অত্যন্ত যত্ন ক'রতেন। আপনার সেবা করা, আপনাকে সুখে রাখাই, তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইহা

আমরা সকলেই জানি। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর আপনাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া তাঁহার আত্মা আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। কিসে আপনি স্থির হন, সুখী হন, তাহারই চেষ্টা করিতেছেন।

কথাগুলি শুনিয়া কেনারাম কাকা কাঁদিয়া ফেলিলেন। একটু স্থির হইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিতে লাগিলেন—"তার ভক্তির ও ভালবাসার তুলনা নাই। আমার সুখের জন্যই সে জীবন পাত করিয়াছে। সেই সকল স্মরণ করিয়াই যেন আমি এত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। সে সকল কথা এখন উত্থাপন করিয়া কেবল কষ্ট পাওয়া মাত্র। এখন কিসে তাহার আত্মার মুক্তি হয়?"

রাম দাদা। আমার বোধ হয়, আপনি স্থির হইলেই, মন সংযত করিতে পারিলেই, তিনি উচ্চলোকে যাইতে পারেন। আপনি তখন আগে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেন। পুনরায় সেইরূপ পড়া শুনায় মন দিন না। তাহা হইলেই মন স্থির হইবে। তা'র পর আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ গয়ায় পিণ্ড দিবার বিধি আছে, তাহারও ব্যবস্থা করুন।

কেনা কাকা। গয়ায় পিণ্ড দানের কথা রাজেন্দ্রকে বলিয়াছি কিন্তু এক বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে হইবে না। আর পড়া শুনার কথা যাহা বলিলে, তাহাতে মন লাগে কৈ? পড়িতে গেলেই ঐ সকল কথা মনে পড়ে।

রাম দাদা। চেষ্টা করুন, চেষ্টা করিতে করিতেই মন লাগিবে। কখন কখন বা ইষ্টনাম জপ করিলেন, কখন কখন শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিলেন। এইরূপ করিতে করিতেই মন স্থির হইবে।

কেনারাম কাকা বলিলেন, "দেখি তা'ই করিব।" তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "উঠানে কেও?"

যথার্থই উঠানে শিউলি গাছের তলায় কে বসিয়াছিল। উত্তর হইল "আজ্ঞা আমি রামদাস,প্রাতঃপ্রণাম"। রামদাসের নাম শুনিয়াই আমাদের সকলের মুখ শুখাইল। রামদাস জাতিতে নরসুন্দর (নাপিত), নিজ ব্যবসা ও একখানি মুদির দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু তাহার দোকানখানি গ্রামের ইতর ভদ্র সকলের একটি প্রধান আড্ডা। সুতরাং পরনিন্দা ও পর কুৎসার একটি প্রধান আকর। রামদাস স্বয়ং একখানি সম্বাদপত্রের কার্য্য করে। নিজগ্রামের ও নিকটস্থ গ্রাম সমূহের ছোট বড় সমস্ত সমাচার তাহার দ্বারা প্রচার হয়। কেনারাম কাকার বিষয় রামদাস অন্ধকারে বসিয়া সমস্ত শুনিয়াছে সন্দেহ নাই; সুতরাং আর কিছুই গোপন থাকিবে না। সেই জন্যই আমাদের চিন্তা।

কেনা কা। কতক্ষণ এসেচ রামদাস? উঠানে কেন,রকের উপর এস।

রাম। আজ্ঞা এই ১০।১৫ মিনিট আগে এসেছি। দাদা ঠাকুরেরা শাস্ত্রের কথা বল্‌ছিলেন, তাই শুন্‌ছিলেম। বড় ভাল কথা বল্‌ছিলেন, শুন্‌লে শরীর মন পবিত্র হয়।

কেনা কা। চক্‌মকি লও,লইয়া এক ছিলিম তামাক সাজ দেখি। রামদাস তামাক সাজিয়া ২।৩বার উত্তমরূপ কলিকায় টান দিল; পরে হুকা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "খুড়া ঠাকুর! খুড়ি-ঠাকুরুণের কথা কি বল্‌ছিলেন? একি কখন সম্ভব! তাঁহার মত সতী লক্ষ্মী কি কখন ভূত প্রেত হ'য়ে থাক্‌তে পারেন! তা'হ'লে যে সৃষ্টি রসাতলে যাবে। ধর্ম্ম কর্ম্ম কি আর কেউ কর্‌বে?"

রাম দাদা। ও কিছু নয়। ওঁর মনের ভ্রম। কি শব্দ টব্দ ঘুমের ঘোরে শুনেছিলেন, তাই বল্‌ছিলেন।

কেনা কা। তা'ই হ'বে বোধ হয়। কারণ, বাড়ীর আর কেউ কিছু দেখ্‌লেনা শুন্‌লে না, শুদ্ধ আমারই কানে কেন গেল! তা' দেখ বাবা রামদাস! এ সকল কথা আর কাহাকেও ব'ল না। গ্রামের লোকের

স্বভাব তো জান, লোকের কুৎসা করিতে পার্‌লে আর কিছু চায় না। তিল্‌কে তাল ক'রে চারিদিকে রাষ্ট্র ক'র্‌বে।

রামদাস। (জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া) একি আজ্ঞা ক'র্‌চেন! রাম রাম! একি লোকের কাছে বল্‌বার কথা। খুড়ি ঠাকুরাণীর কত খেয়েছি কত প'রেছি। তাঁর কুচ্ছ কর্‌ব, তা'হ'লে আমার নরকেও স্থান হবে না। কুম্ভিপাকে পাক খেতে হবে। (রামদাস কুম্ভিপাকের নামটা কোথায় শুনিয়াছিল, সুবিধা পাইলেই ঐ কথাটা ব্যবহার করিত)। সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাক। ও কথা আর কেহ মুখে আন্‌লে তার কান ম'লে দেব। বল্‌ছিলাম কি, সেই টাকা ক'টার জন্য আজ আস্‌তে বলে-ছিলেন। তা আজ থাক। আজ আর আপনাকে বিরক্ত কর্‌ব না। এখন তবে আসি। প্রাতঃ প্রণাম।

রামদাস কিছু ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল। পরে বুঝিতে পারিলাম, ঐ সকল কথা প্রচার করিবার জন্যই ব্যস্ততা।

রামলাল দাদা। কাকা ভাল কর্‌লেন না। উহাকে প্রচার করিতে নিষেধ না করিলেই হইত। ও সকল লো- -ভাব, যেটি বারণ করিবেন, সেইটি আগে করিবে। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে শুনিবেন, কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়াছে।

কেনা কা। তাই তো, লোকটা কেমন অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া-ছিল। আমরা কেহই দেখিতে পাই নাই।

রামলাল দাদা। যাগ্‌, কি হ'বে, আর প্রকাশ হলেই বা কি বিশেষ ক্ষতি? এখন তবে আমরাও উঠি, কাল বৈকালে পুনরায় সাক্ষাৎ করিব।

কেনা কা। হ্যাঁ বাবা, তোমরা একবার একবার কাছে এসে বস্‌লে মনটা অনেক ভাল থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"পুনরাগমন"।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম, যথার্থই পিতা মুমূর্ষু, মাতা, স্বামী ও পুত্র শোকে একরূপ সংজ্ঞা-হীনা। আমার গৃহ সমমর্ম্মাতে ভরিয়া গিয়াছে। আমার আকস্মিক অন্তর্দ্ধান ও পিতার সাংঘাতিক পীড়া, যুগপৎ সংঘটিত হইয়া সকলকেই বিস্ময়সাগরে ডুবাইয়াছে। আমার অন্বেষণে চারিদিকে লোক ছুটিয়াছে।

আমার অবর্ত্তমানে আমাদের আত্মীয় বন্ধুগণ যে যেখান হইতে সাহায্যার্থ আসিয়াছেন। ডাক্তার বাবু প্রাতঃকাল হইতে আমাদের বাড়ীতেই রহিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য অনেক কুল-মহিলা মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। আমাকে দেখিয়া মহিলাকে ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিতে আসিলেন। কেবল মাত্র আমার সহচরের অনুরোধে ও আমার মুখের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইলেন।

আমি পিতাকে দেখিলাম। পিতা সংজ্ঞাহীন, স্পন্দহীন,—মৃতবৎ শয্যায় পড়িয়া আছেন। পিতার অবস্থা দেখিবামাত্র সর্ব্বশরীরে তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল। প্রিয় গুরুজন বিয়োগের শোকভারে আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ডাক্তার বাবু ও পিতার দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু গৃহের ভিতরে অবস্থিত ছিলেন। শুধু তাঁহাদের বাধায় পিতৃবক্ষে আছাড় খাইয়া পড়িতে পাইলাম না। দূর হইতেই পিতাকে ডাকিলাম,—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম উত্তর পাইলাম না।

ডাক্তার বাবুর সান্ত্বনাবাক্যে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। তখন মায়ের কথা মনে পড়িল, আমা হইতেও তাঁর অবস্থা অধিকতর দুঃখের। দেখি মা আমার কি করিতেছেন!

মা যেখানে মহিলাগণ পরিবৃত হইয়া শুইয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র ডাক্তার বাবুর স্ত্রী মাকে কিয়ৎ পরিমাণে সান্ত্বনা দিবার জন্য আমার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। মা মুখ ফিরাইলেন না।

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলা আমাকে দেখিবার জন্য মাকে বারংবার অনুরোধ করিলেন। মা মুখ ফিরাইলেন না।

এই সময়ে সংবাদ পাইলাম, সাহেব ডাক্তার আসিয়াছেন। সুতরাং মাতাকে আর বিরক্ত করিলাম না। তাঁহার মনের অবস্থা অনুমান করিয়া, তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া বাহিরে আসিলাম।

ডাক্তারের পরীক্ষায় স্থির হইল, রোগীর অবস্থা চিকিৎসার বার হইয়াছে। পিতার মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিয়া, কাঁদিবার জন্য আমি নির্জ্জনে আসিয়া বসিলাম।

কতক্ষণ এই ভাবে উপবিষ্ট ছিলাম জানি না, ডাক্তার বাবুর কথায় আমার হুঁস হইল। মাথা তুলিয়া দেখিলাম, তিনি কালীঘাটের বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বন্ধুটি আমাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিয়া এবং পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় আসিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইলেন।

ডাক্তার বাবুও বিদায় লইতে চাহিলেন। আমি তাঁহার পা দু'টা জড়াইয়া ধরিলাম। বলিলাম—"আপনার ন্যায় মহদাত্মীয় আমি এখানে আর কাহাকেও দেখিতেছি না, আপনি এসময় আমাকে ত্যাগকরিবেন না।"

ডাক্তার বাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাঁহারও স্বর বন্ধ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন—"গোপীনাথ! যে ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে অনেক মরণোন্মুখের শয্যায় বসিয়া, অনেক জনক জননী, সহোদর ভগিনী, পুত্র কন্যার রোদনধ্বনির মধ্যেও

আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিয়া, রোগীর রোগ পরীক্ষা করিয়াছি। শুষ্ক চক্ষে কত আত্মীয়ের মৃত্যু দেখিয়াছি, কিন্তু আজ আমি প্রকৃতি হারাইলাম।"

ডাক্তার বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে, বিদায় গ্রহণেচ্ছু বন্ধুগণের সহিত আমার দেখা করিতে হইল।—সকলে যখন চলিয়া গেলেন, তখন আবার আমি ডাক্তার বাবুর হাত চাপিয়া ধরিলাম। বলিলাম,—"এ রাত্রিতে আমি আপনাকে ছাড়িব না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আমি স্ত্রীকে মায়ের কাছে রাখিয়া যাইতেছি।"

তথাপি আমি তাঁহাকে থাকিবার জন্য জেদ করিলাম। বলিলাম,—"আমি পুত্র হইয়াই পুত্রত্বের কোনও কাজ করিতে পারিলাম না,—আপনি পুত্র না হইয়াও তাহাই করিলেন।"

ডাক্তার বাবু ঈষদুত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"আমি পুত্র নই, তোমাকে কে বলিল? গোপীনাথ! যদবধি তোমরা কলিকাতায় আসিয়াছ, তদবধিই আমি তোমাদের গৃহে চিকিৎসা করিতেছি। আমার বহু আত্মীয় আছে, অনেকের সঙ্গে বহুকাল হইতে আমার চিকিৎসা সম্বন্ধও আছে। কিন্তু কি জানি, কেন তোমাদিগের মত আত্মীয় আমি আর কাহাকেও মনে করি না। আমারও বয়স হইয়াছে, মস্তকের সমস্ত কেশই শুভ্র হইতে চলিয়াছে, তথাপি, শুন গোপীনাথ, তোমার গর্ভ-ধারিণীকে আমিও নিজের গর্ভধারিণী ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পারি নাই। সেই জন্যইত বলিতেছিলাম—"আজ আমি প্রকৃতি হারাইলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পিতার রোগ কি?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"মায়ের যে রোগ হইয়াছিল, ইহাও তাই"।

"মাত বাঁচিয়াছেন—বাবাকি বাঁচিবেন না।"

"তোমার মাকে যিনি বাঁচাইয়াছেন, তিনি বাঁচাইলে বাঁচিতে পারেন।

একমাত্র ভরসা ঈশ্বর। মায়ের জীবন লাভের পর হইতে আমার দেবতার উপর বিশ্বাস আসিয়াছে। তৎপূর্ব্বে আমি কি ছিলাম, তোমার ত অজ্ঞাত নাই।"

আমি কোন উত্তর করিলাম না। কেবল মাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম,—"কই! আমারত কিছু হইল না! এত ঝড় ঝাপট আমার উপর দিয়া চলিয়া গেল, আসন্নবিপদ হইতে এতবার উদ্ধার পাইলাম, মৃত্যুমুখ হইতে মায়ের পুনরাবর্ত্তন দেখিলাম,—তাহাতে দেবতার হাত যেন দেখিতে পাইলাম, কিন্তু কই তবুও আমার দেবতাতে বিশ্বাস হইল না।"

ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন—"তুমিই আমাকে এই বিশ্বাস দান করিয়াছিলে। তাহার পূর্ব্বে ভগবানের অস্তিত্বেই আমার সন্দেহ ছিল। তোমার জননীর আরোগ্য লাভের আমি আজিও পর্য্যন্ত কোনও কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। অন্ততঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানেত ইহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। একমিনিট কাল হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিতে পারি নাই। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যত বারই নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছি, ততবারই কেবল আমি দেবতার হাত দেখিয়াছি।"

"আর কি দেখিতে পাইব না ডাক্তার বাবু?"

"তা কেমন করিয়া বলিব! তবে কি জান গোপীনাথ, মায়ের মূর্ত্তিতে বিধবার লক্ষণত কিছুই দেখিতে পাই না। এমন মা বিধবা হইবে!"

"কেন হইবে!" দেবতার আশ্বাস বাণীর ন্যায় কথা গৃহমধ্যে ধ্বনিত হইল। চমকিত হইয়া মাথা তুলিয়া দেখিলাম, আশ্বাস বাণী খুল্লপিতামহের মূর্ত্তি ধরিয়া যেন আকাশ ভেদ করিয়া সেই ম্লান গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ডাক্তার বাবু সসম্ভ্রমে উঠিয়া খুল্লপিতামহের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

আমি আর পিতামহের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের অবকাশ পাইলাম না। মাকে তাঁহার আগমন সংবাদ দিতে ছুটিলাম।

মা পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দভাবে শুইয়াছিলেন। মহিলাগণ দুই একজন ব্যতীত যে যাহার গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী কেবল তাঁহার গাত্রে হস্ত সমর্পণ করিয়া বসিয়াছিলেন। আমি উপস্থিত হইবা-মাত্র তিনি মায়ের গা ঠেলিয়া বলিলেন—"মা পুত্র তোমার, বারংবার ব্যাকুল হইয়া তোমার কাছে আসিতেছে। একবার তাহার সঙ্গে কথা কও! তোমার মুখের কথা শুনিতে পাইলে সে বুঝি অনেকটা সান্ত্বন পায়। মা! তাহাকে নিরাশ করিয়োনা।"

আমি মায়ের পদপ্রান্তে বসিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলাম "মা!" জননী উঠিয়া বসিলেন, উদাসভাবে একবার আমার পানে চাহিলেন, গৃহের চতুর্দ্দিক চাহিলেন। পাছে অতি উল্লাসে তাঁহার স্বাস্থ্য হানি ঘটে, এই ভাবিয়া ধীরভাবে খুল্লপিতামহের আগমনবার্ত্তা আমি তাঁহার কাছে নিবেদন করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে মা বলিলেন—"কই আমি তোমাকেত ডাকি নাই! আমি যাঁহাকে এতক্ষণ ধরিয়া একমনে ডাকিতেছি, তিনি কই? আমার গুরু, ইষ্টদেব,—তিনি কি কন্যার কথা শুনিতে পাইলেন না—আসিলেন না!"

"এই যে আসিয়াছি মা!"

মুহূর্ত্ত মধ্যে গৃহটার ভিতরে যেন বৈদ্যুতিক লীলা চলিয়া গেল। আমরা সকলেই যেন মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় যুগপৎ দাদার পদপ্রান্তে পতিত হইয়াছি। মা সাষ্টাঙ্গে ভূপতিতা,—সংজ্ঞাহীনা। ছোট ঠাকুরদা তাঁর মাথায় হস্ত দিয়া বলিলেন—"উঠ মা লক্ষ্মী! আত্মহারা হইতেত আমি তোমাকে শিক্ষা দিই নাই! উঠ প্রকৃতিস্থ হও,—আমার শিক্ষা পণ্ড করিও না।"

বাস্তবিকই মা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। ডাক্তার বাবু ছোট ঠাকুরদার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"একবার রোগীর গৃহে পদধূলি প্রদান করুন।"

"চল যাই।" এই কথা বলিয়াই মাকে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি আবার বলিলেন,—"আমি রাধানাথকে দেখিয়া আসি। ভয় কি! তোমার দেহে বৈধব্যের কোন চিহ্নত দেখিতে পাই নাই, তবে তোমাকে ভয় করিতে হইবে কেন?"

কে যেন আমার কানে বলিয়া গেল—"যা হতভাগা, তোর বাপ এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।" বুঝিলাম মনের বিশ্বাস আমার সহিত কানে কানে কথা কহিতেছে। বুঝিলাম পিতাকে ফিরিয়া পাইয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

স্বপ্ন-তত্ত্ব। *

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় অধ্যায়।

১। স্বপ্ন-তত্ত্বের উদ্দেশ্য।

"স্বপ্ন" আমাদিগের নিকট একটা নূতন বিষয় নয়। আমাদিগের মধ্যে সকলেই কখনও না কখন স্বপ্ন দেখিয়াছেন। স্বপ্ন হইতে কত লোক জীবনের পূর্ব্বাভ্যস্ত পথ ত্যাগ করিয়া নূতন স্রোতে ভাসমান

---

* পূর্ব্ব সংখ্যায় "মিলিন্দা" স্থানে মুদ্রাঙ্কনে "সিলিন্দা" হইয়াছে।

হইয়াছেন। স্বপ্নে মানুষকে কাঁদিতে হাসিতে, ভয়ে জড়সড় হইতে, ক্রোধের উত্তেজনায় আস্ফালন করিতে দেখা যায়। এই স্বপ্ন কি? উহার কতটা সত্য? কিরূপ কার্য্য করিলে স্বপ্নও আমাদিগের সাধনার সহায় হইতে পারে? স্বপ্নে কিরূপে আত্মানুশীলন হয়? এই সমস্ত তত্ত্ব সংক্ষেপে ব্যক্ত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১। যে উপাধিগুলির সাহায্যে জীবাত্মা বিষয় ভোগ করেন,—ভাণ্ড, পিণ্ড ও সূক্ষ্মদেহ,—সেই উপাধিগুলির প্রথমে আমরা বিচার করিব।

২। তাহার পর দেখিব কিরূপে আমাদিগের চৈতন্য বা চিদণু এই সমস্ত উপাধির অধিপতি হইয়া, তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করে।

৩। নিদ্রাকালে চৈতন্যের ও দেহের কিরূপ অবস্থা হয়।

৪। মনুষ্য যত প্রকার স্বপ্ন দেখে, তাহারা কিরূপে নিদ্রাকালীন উপাধি ও চৈতন্যের অবস্থা হইতে স্বতঃই প্রসূত হয়।

২। উপাধি।

আমার দেশ, আমার বাড়ী, আমার ঘড়ি, আমার হাত, আমার পা, আমার দেহ, এইরূপ প্রয়োগ, আমরা অহরহঃ করিয়া থাকি। এইরূপ আমার সহিত অপর কোন বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন লইয়াই আমার আরম্ভ। ইহাই শাস্ত্রকারের "সংসার-প্রপঞ্চ"। দৃষ্টতঃ এই দুইটি বিভিন্ন পদার্থের, কিরূপে যোজনা হয়,—এটি অতি জটিল তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মীমাংসা করিবার জন্যই সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি। এই তত্ত্বের মীমাংসা করা, আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, "আমি" বা "আমার" এবং জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে, একটা সাধারণ "কিছু" বিদ্যমান আছে এবং তাহার জন্যই এই সমস্ত দৃষ্টতঃ বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে স্বতঃই সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। যে শক্তি এক মূর্ত্তি ধরিয়া আমার সহিত জগতের আত্মীয়তা করাইতেছে, সেই যোজনা-শক্তি,

আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সাধারণ যাহাকে জড়জগৎ বলে, তাহার ভিতরে মাধ্যাকর্ষণরূপে লীলা করিতেছে। যে শক্তি প্রাণরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া জীব-দেহ সৃজন ও বর্দ্ধন করিতেছে, তাহাই আবার অপর মূর্ত্তিতে অণুরাশির সংযোজনা করিয়া, দানা (crystle) নির্ম্মাণ করিতেছে। এই সাধারণ 'কিছুটি' কি? শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন,—"ঈশাবস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"।—জগতের যাহা কিছু গমনশীল, তাহার মধ্যেই ভগবান বিদ্যমান। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিতেছেন,—"প্রকৃতির নিজের কোনও গতি নাই, ভগবান আছেন বলিয়াই তাহার গতি।" এই গতিই জড়জগতে আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং মানবের রাগ দ্বেষ।

আমি পূর্ব্বে বলিতেছিলাম, আমি ও আমার দেহ, আমি ও আমার বেশ ভূষা। আমাদিগের বেশভূষা, জামা কাপড়ের সহিত, যেমন আমাদিগের সম্বন্ধ, আমাদিগের দেহের সহিতও আমাদিগের সম্বন্ধ অনেকটা সেইরূপ। জামা কাপড় জীর্ণ হইলে যেমন আমরা তাহা পরিত্যাগ করি, দেহ জীর্ণ বা আমার স্থিতির অনুপযোগী হইলেই আমরা তাহা পরিত্যাগ করি। একদিকে যেমন আমরা আবার নূতন বস্ত্র পরিধান করি, সেইরূপ কালে আবার নূতন দেহ অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হই। দেহকে পরিচ্ছদের সহিত তুলনা করা হইল সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ আমরা তাহা ভাবিনা। পরিচ্ছদের সহিত আমাদিগের যে রকম সম্পর্ক, দেহের সহিত দেহীরও সেই রকম সম্পর্ক, কই আমরা ভাবিতে পারি? পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেও আমার আমিত্বের ত কোন ব্যবচ্ছেদ ঘটে না। দেহের সম্বন্ধেও কি তাই? দেহকে জামাকাপড় হইতে বিভিন্ন ভাবিবার একটা কারণ আছে। আমাদিগের যাহা কিছু জ্ঞান বা অনুভূতি হয়, তাহা সচরাচর দেহের সাহায্যেই হইয়া থাকে,—দেহ ছাড়িলে আমার কি অবস্থা থাকে, তাহা আমরা ভাবিয়াও বুঝিতে পারিনা।

অতএব দেহ ও আমি এ দুইটী অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। দেহ গেলে আমার কি থাকে, আমার কিছু থাকে কিনা, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। তাই জড়বাদীরা বলিয়া থাকেন,—প্রকৃতির বিকারেই চৈতন্যের উদ্ভব হয়। অন্ন বিকার প্রাপ্ত হইলেই যেমন মদ্যে তাহার পরিণাম হয়, বাহির হইতে মদ্য-শক্তি আসিয়া তাহাতে আশ্রয় করিতেছে, এটা কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না, জীব-চৈতন্যেরও তাহাই হইয়া থাকে।

কিন্তু, তাঁহারা সেইটী প্রমাণ করিতে যাইয়া মহা গোলে পতিত হইয়াছেন। কি করিয়া বাহিরের নানারূপ স্পন্দন, আমাদিগের দেহে প্রতিঘাত হইয়া, জ্ঞানে পরিণত হয়, তাহা তাঁহারা বহু আয়াসেও প্রমাণ করিতে পারেন না। বাহিরের স্পন্দন দেহে স্পন্দন সৃজন করে; কিন্তু কোন শক্তির বলে সেই দেহস্থ স্পন্দন সমূহ আমাদিগের সুখ দুঃখ, আমাদিগের ভাব চিন্তা, জন্মাইয়া দেয়, এরহস্য উদ্ঘাটন করিতে তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত সক্ষম হন নাই। মানবের স্বপ্নচৈতন্য, তাহার দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি, তাহার চিন্তা ও ভাবরাশির অপর মানসে সঞ্চারণ, মৃত্যুর পরেও জীবাত্মার স্থিতি ও প্রেতযোনির ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি ইত্যাদি কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা তাঁহারা বুঝাইতে পারেন না। অথচ এই সমস্ত ভিত্তিহীন বলিয়া তাঁহারা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না। মায়ার্স (Meyers), ক্রুক্স (Crooks), লজ্ (Lodge) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সমস্ত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন। এই জটিল তত্ত্বের সমস্যা প্রতীচীন-বিজ্ঞান-কল্পিত অভিব্যক্তি বাদের মূলভিত্তি স্বরূপ যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে (Survival of the fittest), অথবা পরিবৃত্তি প্রণালীতে পাওয়া যায় না। তাহার সমস্যা ঋষি-দৃষ্ট দর্শনে মিলে। আমরা তাহার একটু আলোচনা করিব।

মানবের যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা তাহার উপাধির উপর নির্ভর করে। ধূমময় অগ্নি,—অগ্নির এই ধূম-মল কোথা হইতে আসিল? আর্দ্রকাষ্ঠরূপ উপাধি হইতেই অগ্নি ধূমবান হইল। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের ভেদ নাই। যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব নিঃসৃত হইয়াছে।" * (ক) অগ্নির যাহা কিছু গুণ তাহাত বিস্ফুলিঙ্গে দৃষ্ট হয়; তবে ব্রহ্ম ও জীবে প্রভেদ কেন? শাস্ত্রকারেরা এই তত্ত্ব বেশ একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। এক সিংহ শিশু দৈবক্রমে এক মেষ-দলে প্রবিষ্ট হয়। সে মেষের সহিত লালিত পালিত হওয়ায় ভ্রান্তি বশতঃ আপনাকেও মেষ বলিয়া কল্পনা করিল, এবং মেষ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বন্য জন্তুদিগের নিকট হইতে ভয়ে পলায়ন করিত। একদা কোনও কারণে সে জলাশয়ের ধারে উপস্থিত হইলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বুঝিল যে, সে মেষ নহে, সে সিংহ। তখন সে নিজের স্বরূপ বুঝিয়া অমিত তেজে হস্তী ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইতে লাগিল। জীবেরও ঠিক সেইরূপ হয়। জীব উপাধি-সংযোগে মোহ প্রাপ্ত হইয়া, সে যে নিজে ব্রহ্মেরই মত শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত, তাহা বিস্মৃত হয়, এবং ঈশ্বর ভাব ভুলিয়া মোহের অধীন হয়। পূর্ব্বে যে আমরা "ধূমময় অগ্নি" বলিয়াছি, তাহাই জীব। ব্রহ্মের সহিত অগ্নি, এবং ধূমের সহিত উপাধি-আবরণ-জীব রঞ্জিত-চৈতন্য ও আর্দ্র-কাষ্ঠের সহিত উপাধির তুলনা করিয়াছি।

"ভগবান আত্মারূপে সকল ভূতের আশয়ে প্রতিষ্ঠিত"। * খ

(ক) যোগবাসিষ্ঠে আছে :—

জ্বলন্নীচিবলোকৃত্তাজ্জলিতাগ্রেঃ কণা ইব।
সর্ব্বাএবোত্থিতা রাম! ব্রহ্মণো জীবরাশয়ঃ।—উৎপত্তি, ২৪।২২

* খ—অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।

—গীতা ১০।২০]

যখন জ্যোতির্ম্ময় দর্পণ-প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব, অন্য স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্যোতিঃ প্রসারণ করে; সেই জ্যোতিঃ, সূর্য্যও নয়, সূর্য্যের প্রতিবিম্বও নয়; সেই হৃদিস্থিত (গুহাস্থিত) আত্মা, প্রথমতঃ বুদ্ধিতে বা আনন্দময় কোষে প্রতিফলিত হয়। জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, বুদ্ধিতে সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হয়; সেই প্রতিবিম্বই জীব। * ক

সেই জীবরূপী প্রতিবিম্বের ছায়া আবার পর পর বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষে পতিত হইয়া আত্মারূপে আভাসিত হয়। * খ যে আত্মার প্রতিবিম্বের ছায়ার এই আভাসকে আমরা আত্মা বলিয়া মনে করি। সাধারণতঃ অন্নময় কোষের যে চিদাভাস (brain-consciousness) তাহাই আমাদিগের নিকট আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের চিদাভাসকে আত্মা মনে করি। একটী দীপ শিখাকে যদ্যপি আমরা শ্বেতবর্ণের, হরিদ্রা বর্ণের, নীল বর্ণের, রক্তবর্ণের, কাচের দীপাবরণ দ্বারা আচ্ছাদন করি, তাহা হইলে যে আলোক-রশ্মি বাহিরে বিকীর্ণ হয়, তাহা যেমন কেবল

(ক)—১। আভাস এব চ।—২।৩।৫০ ব্রহ্মসূত্র।

২। অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—৩।২।১৮ ঐ।]

(খ)—Suppose for instance, we compare the Logos itself to the Sun. Suppose I take a clear mirror in my hand, catch a reflection of the sun, make the rays reflect from the surface of the mirror—say upon a polished metallic plate—and make the rays which are reflected in their turn from the plate fall upon a wall. Now we have three images one being clearer than the other, and one being more resplendent than the other. I can compare the clear mirror to *Karana sharira*, the metallic plate to the astral body and the wall to the physical body. In each case a definite *bimbam* is formed, and that *bimbam* or reflected image is for the time being considerrd as the self. The *bimbam* formed in the astral body gives rise to the idea of self in it, when considered apart from the physical body; the *bim bam* formed in the *Karana sharira* gives rise to the most prominent form of individuality that man posseses.—Lectures on Bhagabad Gita" by T. Subba Row].

শ্বেত, পীত, নীল বা রক্তবর্ণের নয়,—সকল বর্ণের সমন্বয়ে সে একটা নূতন বর্ণের বলিয়া মনে হয়, জীব চৈতন্যের ও তাহাই হয়। আমরা এখানে দীপের সহিত পরমাত্মার ও আবরণের সহিত উপাধিগণের এবং দীপাবরণ হইতে নির্গত আলোকের সহিত স্থূল চৈতন্যের তুলনা করিলাম। এই সমস্ত উপাধিকে বেদান্ত "কোষ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈদান্তিকেরা কোষগুলিকে যথাক্রমে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ এই পাঁচ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন।

এখানে এইটী বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে কোষ ও শরীর বা দেহ এক নয়। মানব-চৈতন্যের কোষ পাঁচটি, কিন্তু মানবের শরীর তিনটী,—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। কোষ অর্থে আবরণ, শরীর অর্থে বাহন। কোষ চৈতন্যকে রক্ষিত করে, শরীর সাহায্যে মানব নানা লোকে বিচরণ ও বিহার করে। ব্রহ্মাণ্ড যে যে উপাদানে গঠিত, মানব দেহও সেই সেই উপাদানে গঠিত। ব্রহ্মাণ্ডের যেমন ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক ইত্যাদি ইত্যাদি পঞ্চ লোক আছে, মানব দেহেও ক্ষিতি, অপ, তেজ ইত্যাদি পঞ্চপ্রকার ভূত আছে। ক্ষিতি ভূত দিয়া তাহার স্থূল দেহ গঠিত; যেইরূপ অপ, মরুৎ, ইত্যাদি ভূত দিয়া তাহার অপর অপর দেহ গঠিত। আবার এই ভূলোক পাঁচ প্রকার পরমাণু দ্বারা গঠিত,—প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি কঠিন পদার্থের দ্বারা, জল, দুগ্ধ প্রভৃতি তরল পদার্থের দ্বারা, ধূম্র, বাষ্প প্রভৃতি বাষ্পীয় পদার্থের দ্বারা, এবং ইথিরিক পদার্থের দ্বারা সংগঠিত। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটী, আমাদিগের নয়ন-গোচর হয়, ইথিরিক পদার্থ আমাদিগের চক্ষুরাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহাদিগকেও ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম বলা হয়। আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চ বিভাগ করিলাম, কেহ কেহ তাহার স্থানে সপ্ত

বিভাগ করিয়া থাকেন,—যথা,—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অনুপাদক ও আদি। সেইরূপ আবার ক্ষিতি, অপ প্রভৃতি আদি ভূতকে সপ্ত সপ্ত বিভাগ করেন। তাঁহাদিগের মতে ভূর্লোক কঠিন, তরল, বাষ্পীয় ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মত্বের তারতম্যানুসারে চারি প্রকার ইথরের দ্বারা গঠিত। মানব স্থূলদেহেও এই সপ্ত প্রকার অণু আছে। তাহার যে অংশ কঠিন, তরল বাষ্পীয় পদার্থে গঠিত, তাহার নাম আমরা ভাণ্ডদেহ দিলাম; যে অংশ ইথরের দ্বারা গঠিত তাহাকে পিণ্ডদেহ বলিব। পিণ্ডদেহ ঈষৎ নীলাভ, স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত, জ্যোতির্ম্ময় এবং আকৃতিতে ভাণ্ডদেহের অনুরূপ। ইহা সাধারণতঃ ভাণ্ডদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না। ভাণ্ডদেহে যে প্রাণ শক্তি প্রবাহমানা তাহা এই পিণ্ডদেহ সাহায্যে হইয়া থাকে। তাই ইহাকে প্রাণের বাহন বা প্রাণ যান বলা হয়। আমরা এই তত্ত্ব বারান্তরে আলোচনা করিব। উক্ত উভয় শরীরের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে পিণ্ডদেহে আঘাত লাগিলে ভাণ্ডদেহেও সেইস্থানে অবিকল তদনুরূপ প্রতিঘাত দৃষ্ট হয়। এই পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহ হইতে অল্প ব্যবধান মাত্র যাইতে পারে। ইহা যখন দেহ হইতে পৃথক হয়, তখন সূক্ষ্মদর্শীরা ইহাকে একটী সূক্ষ্মসূত্রের দ্বারা ভাণ্ডদেহের সহিত সংযুক্ত দেখেন। পিণ্ডদেহ যতই পৃথক হইতে থাকে, ভাণ্ডদেহ ততই প্রাণশূন্য হইয়া যায়,—চক্ষুর্ব্বয় মুমূর্ষুব্যক্তির চক্ষের ন্যায় জ্যোতিঃ ও আভাশূন্য হয়, হৃৎপিণ্ডের ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া অতি সামান্যরূপে চলিতে থাকে এবং ভাণ্ডদেহ জড়বৎ প্রতীয়মান হয়। এতদুভয় সংযুক্ত থাকে বলিয়াই তারকরাজ যোগীরা এতদুভয়ের সম্মিলনদেহের নাম স্থূলশরীর বলিয়াছেন। বস্তুতঃ চৈতন্য বিষয়ে উভয়ের কার্য্যকারিতা একই; তাই এই দুইটীকে বিভিন্নদেহ বলিয়া বিবেচনা করা সমীচীন নয়। পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্ব

সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর অধিকাংশই এই পিণ্ডদেহের কার্য্য। উক্ত প্রেততত্ত্ব-বাদিগণের চক্রে আবিষ্ট ব্যক্তির (medium) ভাণ্ডদেহের বামপার্শ্ব হইতে উক্ত পিণ্ডদেহ বাহির হইয়া দর্শকমণ্ডলির চিন্তাপ্রবাহ দ্বারা উহা নানা আকার বিশিষ্ট হওতঃ তাহাদিগের নয়নগোচর হয়; তাহাকেই প্রেততত্ত্ব-বাদীরা মৃতব্যক্তির আত্মা বলিয়া থাকেন।

আমরা এই বার পৃথক পৃথক ভাবে এক একটী দেহ ও তত্ত্বের আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ) * (ক)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

"তিরুমন্ত্রং" হইতে সঙ্কলিত।

"ভক্তের যখন সৎকার্য্যাবলী, তাঁহার অসৎ কর্ম্মের সমমান হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ে একটী শক্তি আবির্ভূত হয়। এই শক্তিই গুরুদেবের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, শিষ্যকে গুণের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। তখন ভক্ত ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। তখন তিনি নিজের জন্য আর কোনও কার্য্য করেন না। তাঁহার স্থিতি এখন হইতে পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন!"

"বাসনাকে মন হইতে উৎপাটিত করিবে। ঈশ্বর বিষয়ের বাসনা ও মনে আসিতে দিওনা; যতই বাসনা তোমার বর্দ্ধিতা হইবে, তোমার দুঃখও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যতই বাসনা ত্যাগ করিবে, সুখ ও আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইবে।"

"কূপ-মণ্ডূক, তরঙ্গায়িত সাগর-মণ্ডূককে জিজ্ঞাসা করে,—"তোমার সাগর কি আমার এই কূপের মত মহান্?" সংসারনিমগ্ন মানব ও অনন্ত বোধাতীত ভগবানকে পার্থিব বর্ণে রঞ্জিত করে। কি তাহার ভ্রম!"

(ক) আমরা পরবারে ভাণ্ডদেহ, পিণ্ডদেহ এবং প্রাণ-শক্তি কিরূপে এক চক্র হইতে চক্রান্তরে প্রবাহিতা হইয়া মানবকে সঞ্জীবিত রাখে, তাহার আলোচনা করিব।

কি, মো, চ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

লোটাস্ লাইব্রেরী।

৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

আমাদের প্রকাশিত ও অন্যান্য পুস্তকাবলী।

মনুষ্য—ইহলোকে ও পরলোকে

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব এম্, এ প্রণীত মূল্য ॥০

সুন্দর এণ্টিক কাগজে ছাপা ও চমৎকার কাগজে বাঁধা এই পুস্তক খানিতে ইহলোকের কর্ম্মানুযায়ী পরলোকে কি ভাবে আমাদের ফলভোগ করিতে হয়, পরলোক কি, সেখানে আমরা কিরূপ ভাবে থাকি, কি প্রকারে এই জগতকে দেখি ইত্যাদি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঞ্ছারামের কাহিনী।

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার এম্, এ প্রণীত মূল্য ।৵০

পরিষ্কার এণ্টিক কাগজে ছাপা ও সুন্দর কাগজে বাঁধা ইহা একটি সাধকের আত্মকাহিনী, তাহার কি প্রকারে অলৌকিক যোগের ক্ষমতায় বিশ্বাস হইয়াছিল, মানুষ যোগবলে কি করিতে পারে, যোগ সাধন করিতে হইলে কি প্রকারে নিজেকে গঠন করা উচিত, তাহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের পাঠ্য।

পত্র লিখিয়া চাহিয়া পাঠান।

ম্যানেজার—

লোটাস্ লাইব্রেরী।

৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

Theosophical Library

লোটাস্ লাইব্রেরী, ৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে

প্রকাশিত পুস্তকাবলী।

পৌরাণিক কথা।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল দ্বারা প্রণীত।

মূল্য ১৷৷০ টাকা স্থলে ১৲ টাকা।

উপনিষদ্ (বারখানি)। ৫৵০

মূল, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ, বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এরূপ সুলভ মূল্যে ইহার পূর্ব্বে উপনিষদ্ প্রকাশিত হয় নাই।

৺শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয়ের দ্বারা সঙ্কলিত।

ঈশ, কেন, কঠ		ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় }
প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য		ও শ্বেতাশ্বতর }
বৃহদারণ্যক	১৷৷০	কৌষিতকী
ছান্দোগ্য	১৷৵০	

নারদ ভক্তিসূত্র। ।৵০

৺শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয় দ্বারা

সঙ্কলিত

মূল, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ

ভক্তমাত্রেরই এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

ভক্তজীবন। ।৵০

শ্রীযুক্ত মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস, সি, দ্বারা

শ্রীমতী এনিবেসেণ্টের Doctrine of the Heart হইতে

অনুবাদিত।

সৎপথ অবলম্বী সৎব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকারী।

আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষাল এম, এ, বি, এল ; দ্বারা লিখিত,
মূল্য ৸০ আনা স্থলে ৷৷০ আনা।

জন্মান্তর রহস্য। ৸০

শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ দেব বি, এ কৃত
এই পুস্তকে শাস্ত্র এবং যুক্তি-প্রমাণাদির দ্বারা জন্মান্তরতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রসূনমালিকা গ্রন্থাবলী।

১। জীবন ও মরণান্তে জীবন। মূল্য ৵০
২। ধর্ম্ম জীবন ও ভক্তি। মূল্য ৵০
৩। সদ্‌গুরু ও শিষ্য। মূল্য ৵০
৪। প্রকৃত দীক্ষা। মূল্য ৵০
৫। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা। মূল্য ।৵০
৬। আত্মোন্নয়ন। মূল্য ৵০ (নূতন বাহির হইয়াছে)

পদ্মিনী।

শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ৷৷৵০

সুন্দর ছাপা, চমৎকার কাপড়ে বাঁধা। চিতোরলক্ষ্মী পদ্মিনীর ইতিহাস, ভাষা অতি চমৎকার প্রত্যেক মহিলা ও শিক্ষিত লোকের সুখ-পাঠ্য পুস্তক। বিশেষতঃ উপহার দিবার যোগ্য পুস্তক।

সুলভ হিন্দু সৎকর্ম্মমালা।

১৪শ সংস্করণ।

পণ্ডিত শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বাদশ খণ্ড ২৲ দুই টাকা। প্রতি খণ্ড ৵১০। ।৵টীকা টীপ্পনী ও অনুবাদাদির সহিত যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড ও ব্যবস্থা কাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ডের প্রণালী সরল ভাষায় প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বিনা উপদেশে কর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্যবস্থাদান করা যায়। একখণ্ড লইয়া পরীক্ষা করুন।

সুপ্রসিদ্ধ "আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ" প্রণেতার পুস্তক সমূহ

আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ বা সাধকোপহার (১ম ও ২য় খণ্ড)। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ২৲ দুই টাকা। মানবতত্ত্ব ও বর্ণবিবেক (পূর্ব্বার্দ্ধ) উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲। ঐ কাগজে বাঁধাই মূল্য ২৷৷০।

বঙ্গভাষায় নূতন পুস্তক

স্থপতি বিজ্ঞান

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা।

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত মূল্য ৷৷০ আট আনা।

চণ্ডীর। (২য় সংস্করণ)

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত—৪৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

কায়স্থ পত্রিকা।

(বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা হইতে প্রকাশিত)

জাতিতত্ত্ব বিষয়ক এরূপ উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা আর নাই। কায়স্থ সমাজের প্রধান প্রধান মহোদয়ই ইহার লেখক। কায়স্থ মাত্রেরই ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ টাকা মাত্র। কায়স্থ সভার সভ্য হইলে ইহা বিনামূল্যে প্রদত্ত হয়। ১৩০৯ সাল হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পুরাতন সংখ্যাও মজুত আছে, তাহার বার্ষিক মূল্য ১।০, সভ্যগণের পক্ষে ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। শ্রীশরৎ কুমার মিত্র এম, এ, বি, এল।

সম্পাদক

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা।

কামশাস্ত্র।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রস্তুত আছে। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানায় নাম, ঠিকানা স্পষ্ট লিখিয়া পাঠাইলে বিনা-মূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পুস্তক পাঠান হয়।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দ্দোষ ঔষধ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে, ও জীবনশক্তিকে তেজস্বিনী করে।

ঠিকানা—কবিরাজ
শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,
২১৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Beri-Beri

Its causation, prevention and
HOMEOPATHIC TREATMENT
BY
Dr. Sarat Chander Ghose M.D.

Price 10 anas.

থিওসিফি ও নিরামিষ ভোজন।

নিরামিষ ভোজন কি কারণে শ্রেয় যুক্তি ও তর্কের দ্বারা বোঝান হইয়াছে।
মূল্য ৵০ দুই আনা।

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী-প্রণীত।

সতীশতক ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) মূল্য ।৹ আনা।

সতীশতক ২য় খণ্ড (১ম সংস্করণ) মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত সদুপদেশপূর্ণ একশত সতী রমণীর জীবনচরিত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। মূল মহাভারত, রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, ভাগবত, দেবীভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হইতে সতী-চরিত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

"সতীশতক" প্রথম খণ্ডে পদ্মা, সুকর্ম্মা, রেণুকা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি এই পাঁচটি আদর্শ রমণীর বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

"সতীশতক" দ্বিতীয় খণ্ডে অরুন্ধতী, শশিকলা, মালতী, বিদুলা প্রভৃতি একুশটি রমণীর বৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(অন্যান্য খণ্ড যন্ত্রস্থ) প্রকাশিত হইলে যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে।

দত্ত, ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং,

লোটাস্ লাইব্রেরী।

৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

"পন্থা" চতুর্দ্দশ বর্ষ, ১৩১৭ সাল!

ধর্ম্ম এবং অধ্যাত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধীয়

মাসিক পত্র

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম,এ, বি,এল, বেদান্তরত্ন ও

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য কলিকাতায় ও মফঃস্বলে ডাকমাশুলসহ ১৷৹।

বাঙ্গালা ভাষায় এ ধরণের মাসিক পত্র আর নাই। প্রতি সংখ্যায় দেব দেবীর অত্যুৎকৃষ্ট হাপটোন্ ছবি সংযোজিত থাকিবে।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়,

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, মেট্‌কাফ্ প্রেস্—কলিকাতা।

চিকিৎসায় যুগান্তর !

বিনা ঔষধে এবং বিনা ব্যয়ে চিকিৎসক-পরিত্যক্ত রোগীর স্বাস্থ্য লাভ !! চল্লিশ বৎসর যাবৎ হাঁপানি, অর্শ, জ্বর, ম্যালেরিয়া অজীর্ণ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া,প্লীহা, যকৃৎ, বাত, দন্তরোগ, কর্ণরোগ,ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, রক্তহীনতা, রতিশক্তিহীনতা, পেট্ কাঁপা, অতিসার, আমাশয়, অনিদ্রা, চর্ম্মরোগ, সর্দ্দি, নাশা, ফিক্ ব্যথা, বুকে ব্যথা, মাজার ব্যথা, অতিশয় দুর্ব্বলতা এই সকল রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া এবং ঐ চল্লিশ বৎসর মধ্যে একে একে ইন্‌ফ্লুএন্‌জা, কাসি, রক্তপিত্ত, নিউমোনিয়া প্লুরিসি, কলেরা, হাম ও বসন্ত রোগে ভুগিয়া উক্ত রোগী যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই অভিজ্ঞতার ফলে উক্ত সমুদয় রোগ হইতে যে যে পথ্য অবলম্বনে মুক্তি লাভ করিয়া এক্ষণে বিশেষরূপ কার্য্যক্ষম হইয়াছেন তাহা জানিতে হইলে "রোগীর প্রতি উপদেশ বা ঔষধ ব্যতিরেকে স্বাভাবিক চিকিৎসা" পাঠ করুন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবাসী সম্পাদক, এবং রোগিগণ ও চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রশংসিত। ২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভাল বাইণ্ডিং। মূল্য আট আনা। আমাদের নিকট এবং এম্‌পায়ার লাইব্রেরী, ৫৭—১ কলেজ ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়—

দত্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং

লোটাস্ লাইব্রেরী,

৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ বিহিত বিশুদ্ধ-প্রণালীতে প্রস্তুত
অকৃত্রিম ঔষধ।

আমরা এই চরক-সালসায় (চরক-সংহিতা চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত মহা-কষায়) অনন্তমূল, শালম মিশ্রি, শ্যামালতা, ছাতিমছাল প্রভৃতি রক্তঃ-শোধক ভেষজ উপাদানে ৬৪ প্রকার মশলার সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জারিত স্বর্ণের সংযোগ করিয়াছি

ইহাতে অন্যান্য অনেক সালসার মত অশোধিত পারদ-সংস্রব নাই।
ইহা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতেই সেব্য—কোন নিয়ম পালন নাই।
বালক, বৃদ্ধ, শিশু, গর্ভিণী সকলেই নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন।
বিলাতি ও বাঁধা সালসার মত ইহা নহে।

ইহা বিশেষতঃ সকল প্রকার উপদংশ রোগে সর্ব্বসময়ে একমাত্র অমোঘ ঔষধ।

ইহা দূষিত-রক্ত-পরিষ্কারক—রক্তকে সবলকারক—লাবণ্য ও পুষ্টি-বর্দ্ধক—ক্ষুধাবর্দ্ধক ও কোষ্ঠ-পরিষ্কারক—স্মরণশক্তি ও মেধাশক্তিবর্দ্ধক—চর্ম্ম ও ক্ষত রোগ-নিবারক—সর্ব্বপ্রকার পারদ-দোষ ও গর্ম্মি-ঘা আরোগ্যকারক—বাত-বেদনার দৈব ঔষধ—অর্শ-ভগন্দরের শান্তিকারক—সর্ব্ববিধ স্ত্রী-রোগের আশু ধন্বন্তরী—সর্ব্বরোগহর; শক্তিসম্পন্ন।

মূল্যাদি—এক শিশি ১৲ এক টাকা ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা।
একত্র তিন শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা ডাঃ মাঃ ৸০ বার আনা।
ছয় শিশি ৫৸০ পৌনপাঁচ টাকা ডাঃ মাঃ ১০ পাঁচ সিকা।
বার শিশি ৯৲ নয় টাকা ডাঃ মাঃ ১৷৷০ দেড় টাকা।

ভারত-আয়ুর্ব্বেদ-ভাণ্ডার—ম্যানেজার, এস, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং।
১১৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—এ. বানার্জ্জি, মেটকাফ্ প্রেস, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—শ্রীসতীন্দ্র সেবক নন্দী, ৩৭।১ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সীলেউচুণ।

ইমারতকে বহুকাল স্থায়ী ও অতিশয় কঠিন করে।

মফঃস্বলবাসী অনেকেরই শীলেট চূণ ব্যবহার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কলিকাতা হইতে ইহা আনয়ন করা সুবিধাজনক নয় মনে করিয়া চূণ ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। আমরা অর্ডার পাইলেই গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য বস্তাবন্দী করিয়া রেল কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই এবং যাঁহারা নৌকা করিয়া চূণ লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাদের কারখানায় পাঁচপাড়া কিম্বা নিমতলার গুদামের সম্মুখে নৌকা পাঠাইলে মাল বোঝাই করিয়া দিয়া থাকি। নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আমাদের নিজের নৌকায় মাল পাঠাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের সীলেট চূণ ইমারতের যাবতীয় কার্য্যে, বিশেষতঃ ছাতের কার্য্যে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া সহস্র সহস্র লোকে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে।

এজেণ্টস্,

কিলবরণ এণ্ড কোং

৪নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

হাঁসমার্কা

লিন্‌সিড তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে রংয়ের কার্য্য বহুকাল ধরিয়া উজ্জ্বল থাকে এবং কাঠকে খারাপ কিম্বা নষ্ট হইতে দেয় না। গৃহবাসীদিগকে রংয়ের কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বিশুদ্ধ তৈল রংয়ের জীবন। এই তৈল প্রস্তুত করিতে কেবল মাত্র তিসি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ব্যবহার করা হয় না। এই কারণ এই তৈলে এই রং আবরক পদার্থ (Gummy matter) প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহাতে রংএ কখন ফোস্কা কিংবা চটা উঠে না। সকল রংএর দোকানে এবং আমাদের আফিসে পত্র লিখিলেই পাইবেন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—

এগুরু ইউল এণ্ড কোং

৮নং ক্লাইভ রো।

ঐতিহাসিক চিত্র—ষষ্ঠ বর্ষ ১৩২১ সাল (ঐতিহাসিক মাসিক পত্র) শ্রীনিবিলনাথ রায় বি, এল, সম্পাদিত এবং প্রধান প্রধান ঐতিহাসিকগণ-কর্ত্তৃক পরিচালিত। মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ২৲ টাকা। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের প্রতি বর্ষের মূল্য ২৲।
৭৩ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্কাফ প্রেসের ম্যানেজারের নিকট মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে।

বাঙ্গালা ভাষার সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক এবং নাটককার শ্রীযুক্ত ক্ষী প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আ নিকট পাওয়া যায়।

আলিবাবা (রঙ্গনাট্য)
কুমারী (ঐ)
প্রমোদরঞ্জন (নাটক)
জুলিয়া (ঐ)
সপ্তম প্রতিমা (ঐ)
সাবিত্রী (ঐ)
দেদোরা (গীতিনাট্য)
প্রতাপ-আদিত্য (নাটক)
বৃন্দাবন-বিলাস (গীতিনাটিকা)
কবি-কাননিকা (রঙ্গন্যাস)
বীর (নাটক)
উলুপী (ঐ)
নারায়ণী (উপন্যাস, বিলাতী বাঁধা)
রক্ষঃ ও রমণী
চাঁদ বিবি (ঐতিহাসিক নাটক)
অশোক (ঐতিহাসিক নাটক)
বাসন্তী (রঙ্গনাট্য)
বঙ্গনা (গীতিনাট্য)
বিরাম-কুঞ্জ
দুর্গা (অতীব উপাদেয় গ্রন্থ)

...
...
...

স, দত্ত ; কার্য্যাধ্য
লোটাস্ লাইব্রেরী,
৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিক